বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮৯ ॥ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ২২ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৫ সাবান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সৌদি, ওমান ও কাতার নিয়ে সুখবর দিলেন আসিফ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীসরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল সৌদি আরবে সদ্য অনুষ্ঠিত গ্লোবাল লেবার মার্কেট কনফারেন্সে (জিএলএমসি) অংশ নেন। সফরকালে তিনি সৌদি, ওমান ও কাতার সরকারের মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ *২-এর পাতায় দেখুন*

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রিপোর্ট নিয়ে যা বললেন আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কলহে হওয়া মৃত্যুকেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় মৃত্যু হিসেবে দেখিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক *২-এর পাতায় দেখুন*

পিছিয়ে পড়াদের সহায়তার নামে লুটপাট হয়েছে : সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আগের সরকারের সময়ে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় সুবিধার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ভুয়া ছিল বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন মোরশেদ। তিনি বলেছেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহায়তার নামে লুটপাট করা *২-এর পাতায় দেখুন*

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত শিং সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে কানাডার সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে উত্তর আমেরিকায় পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে কানাডার সহায়তা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডিয়ান হাইকমিশনার অজিত সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি সম্পদ শনাক্তকরণ, জব্দ এবং পুনরুদ্ধারে সাহায্য চান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশ থেকে শত শত বিলিয়ন ডলার চুরি করেছে এবং এর একটি অংশ কানাডায় পাচার করা হয়েছে, যার মধ্যে টরন্টোর কুখ্যাত 'বেগম পাড়া' পাড়ায় সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে। তারা আমাদের জনগণের কাছ থেকে অর্থ চুরি করে এ সম্পদ কিনেছেন। এই সম্পদ উদ্ধারে আমাদের আপনার সাহায্য প্রয়োজন। এটি আমাদের জনগণের টাকা। চুরি হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন কানাডিয়ান রাষ্ট্রদূত। প্রধান উপদেষ্টার সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার প্রতি তিনি কানাডার সমর্থনের আশ্বাস দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কানাডা সরকারে পাচার করা অর্থ জব্দ করার জন্য কানাডার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে।

গণতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগগুলোতে কানাডার সমর্থনেরও প্রস্তাব দেন রাষ্ট্রদূত। অজিত সিং বলেন, আপনি যে দুর্দান্ত কাজ করছেন তা আমরা সমর্থন করি। যে অগ্রগতি হয়েছে, তার আমরা প্রশংসা করি। আমরা কি করতে পারি, তা জানতে আমরা আগ্রহী।

তিনি আরও বলেন, কানাডা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং দেশে আরও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য শীঘ্রই একজন কানাডিয়ান মন্ত্রী বাংলাদেশে আসবেন। অধ্যাপক ইউনূস নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ঢাকার আরও কানাডিয়ান বিনিয়োগ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য প্রস্তুত। আমরা আপনার দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে চাই। আমরা চাই, কানাডিয়ান কোম্পানিগুলো তাদের কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তর করুক। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অনেক বাংলাদেশি এখন কানাডায় বসবাস করেন, পড়াশোনা করেন। ঢাকায় ভিসা অফিস স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এ সময় সিনিয়র সচিব এবং এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী লামিয়া মোর্শেদ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

স্টাফ রিপোর্টার : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'একুশের গান' কবিতার শেষ লাইনগুলো হলো- 'আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে/জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে-মাঠে-ঘাটে বাঁকে/দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি/একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি...।' মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জোরালো দাবি তুলেছিল সর্বপ্রথম তমদ্দুন মজলিস। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমন কী ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতা বশীর আল হেলালও যখন লেখেন– 'তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক উদ্যোগই ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে বিশেষ গতি লাভ করেছিল।' তখন বুঝতে কষ্ট *২-এর পাতায় দেখুন*

বাংলাদেশের মতো এত খারাপ অবস্থা শ্রীলঙ্কার হয়নি : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি বাংলাদেশের মতো এত খারাপ অবস্থায় যায়নি উল্লেখ করে অন্তর্বর্তীসরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশের মতো হলে তো শ্রীলঙ্কাকে আর খুঁজেই পেতাম না। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেকেই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশ এক না। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি বাংলাদেশের মতো এত খারাপ অবস্থায় যায়নি। বাংলাদেশের মতো হলেতো শ্রীলঙ্কাকে আর খুঁজেই পেতাম না। তাহলে কি বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার থেকেও খারাপ বলতে চাচ্ছেন এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, যখন আমরা দায়িত্ব নিলাম তখন ব্যাংকিং খাতের যে অবস্থা, তখন ৬০ ব্যাংকের মধ্যে মাত্র ১২টা ব্যাংক ভালো অবস্থায় ছিল। আর বাকিগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এ রকম কোনো দেশে হয়েছে কি? ওয়ান থার্ড ব্যাংক কাজ করে না। তিনি বলেন, টকশোতে শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেয়, মূল্যস্ফীতি কমে গিয়েছিল, এতটুক একটা দেশ। তাদের রাজনৈতিকভাবে যেই আসে তাদের পলিসি হলো যেই সরকারই আসুক তাদের একটা চুক্তি থাকে তাকে সার্পোট করতে হবে। আর আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ। আমাদের পছন্দ করেন না। চলে যান এই সেই বলছেন। এসবের মধ্যে থেকে চেষ্টা করছি কিছুটা সহনীয় রাখতে। সামনে রমজান মাস, এর মধ্যে ফল ব্যবসায়ীরা ভ্যাট-ট্যাক্স না কমালে আমদানি ও খালাস বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন? সাংবাদিকরা এমন প্রশ্ন করলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সেটা তাদের বিষয়। এ বিষয়ে আমার আর কোনো অ্যাকশন নেওয়ার নেই। রমজান মাসে দেখা যাবে ফল আমদানির কি পরিস্থিতি। আমরা খেজুর আমদানি করছি, বহু আগেই খেজুর আমদানিতে শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বিনিয়োগকারীরা গতকাল সমাবেশ করছেন এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সেগুলো তারা বলুক, তারা একেকজন নানা কথা বলবে, যার যার অবস্থান থেকে। যারা লোকসান দেবে তাদের প্রতি সমবেদনা থাকবে। আর এটাতো নতুন চেয়ারম্যানের কাণ্ড না। আগে যারা ছিল তারা এ কাণ্ড করেছে। তারা যেভাবে টাকা নিয়েছে সুকুক এর তিন হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেছে। আমরা এসব বিষয় সমাধানের চেষ্টা করবো।

তারেক রহমান-সালামের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা বাতিলের রায় প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আবদুস সালামের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা বাতিল করে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। এ মামলার বাকি দুই আসামি ছিলেন, সাংবাদিক মাহাথীর ফারুকী খান ও কনক সারওয়ার। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ১১ পৃষ্ঠার ওই রায় প্রকাশ করা হয়। ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি লন্ডন থেকে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেওয়া বক্তব্য একুশে টিভি সরাসরি সম্প্রচার করে। পরদিন তারেক রহমান ও একুশে টেলিভিশনের মালিক আব্দুস সালামের নামে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি চায় তেজগাঁও থানা পুলিশ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর তেজগাঁও থানার এসআই বোরহান উদ্দিন ওই বছরেরই ৮ জানুয়ারি মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দেন গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক এমদাদুল হক। অভিযোগপত্রে তারেক ও সালামের সঙ্গে একুশে টেলিভিশনের প্রধান প্রতিবেদক মাহাথীর ফারুকী খান ও জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক কনক সারওয়ারের নাম যোগ করা *২-এর পাতায় দেখুন*

হজ-ওমরাহ যাত্রীদের টিকিট ৫০ হাজারের মধ্যে রাখার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : টিকিটের দাম যাত্রীর নাগালের বাইরে। এটা কোনোভাবেই ৫০ হাজারে বেশি হওয়া উচিত নয়। দ্রুত টিকিটের দাম কমাতে হবে। সিন্ডিকেটের অধিকাংশ আওয়ামী লীগের দোসর। এ বিষয়ে হজ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রতিবাদ করতে হবে। যারা আল্লাহর ঘরের মেহমান হতে চান তাদের টিকিটকে পেঁয়াজ, রসুনের মতো সিন্ডিকেট করা হিয়েছে। আমরা ৫০ হাজারের মধ্যে টিকিট চাই। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে হজ ওমরাহ যাত্রীদের বিমান টিকিট সিন্ডিকেট ও মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ হজ ওমরাহ মুয়াল্লিম ফাউন্ডেশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। বক্তারা বলেন, এখন টিকিটের দাম প্রায় লাখ টাকা হয়ে গেছে। পাশাপাশি সৌদিতে হোটেল ভাড়া, খাবার দাবার, অন্যান্য খরচ তো আছেই। মুসলিম পরিবারগুলো সবসময় রমজান মাসে ওমরাহ করার নিয়ত করে। কিন্তু এত চড়া দামের কারণে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত মুসলমানরা মহান এ ইবাদত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা বলেন, এই সরকারের ধর্ম উপদেষ্টার প্রতি আমাদের আস্থা ছিল অনেক। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যে একটা কালো বিড়াল এদের ঘাড়ে ভর করেছে। একটা টিকিটের মূল্য দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ করেছে। কোটি কোটি টাকা তারা হাতিয়ে নিচ্ছে। আপনারা যদি প্রতিবাদ না করেন, এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন আমরা প্রতিবাদ শুরু করব। জামায়াত ইসলামি পল্টন থানা জামায়াতের আমির শাহীন আহমেদ খান বলেন, হজ আমাদের ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি। মুসলমানদের এই অন্যতম ইবাদতের জন্য হজ ও ওমরাহর কাজ সহজ করতে হবে। হজ ও ওমরাহ এই পবিত্র কাজে এখন সিন্ডিকেট আর ব্যবসা হয়ে গেছে। ধর্ম উপদেষ্টা হজ ও ওমরাহর খরচ কমানোর আশ্বাস দিলেও দিন দিন সিন্ডিকেট ও ব্যবসায়ীরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে এটা কখনোই কাম নয়। হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির ও খেলাফত মজলিসের সহ-সভাপতি আহম্মদ হোসাইন কাসেমী বলেন, হাব একটি সংগঠন রয়েছে। তারা হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় জড়িত। তাদের উচিত ছিল এটা নিয়ে কথা বলা। শুধু ওমরাহর টিকিট যদি এত টাকা হয়, বাকি খরচ কীভাবে *২-এর পাতায় দেখুন*

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন রোডম্যাপ বাস্তবায়ন জরুরি — বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন রোডম্যাপ বাস্তবায়ন জরুরি। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের দক্ষতা ও প্রতিযোগী মনোভাব তৈরি করতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশন মাল্টিপারপাস হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির (এনটিএফসি) ৮ম সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ২০২৬ সালের নভেম্বরে এলডিসি গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছি। এই গ্র্যাজুয়েশনের কারণে সামনে *২-এর পাতায় দেখুন*

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন মঙ্গলবার ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশনের মাল্টিপারপাস হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির ৮ম সভায় সভাপতির বক্তৃতা করেন। এসময় প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

এক সপ্তাহ পর ক্লাসে ফিরলেন তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি তিতুমীর কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে টানা সাতদিন আন্দোলন করার পর অবশেষে ক্লাস ও পরীক্ষায় ফিরেছেন কলেজটির শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আসতে দেখা যায়। এদিন সকাল পৌনে ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ক্লাস চলেছে। তবে ক্লাসে উপস্থিতি কিছুটা কম। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে শুরু হয়েছে সাত কলেজের অধীনে স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা। শিক্ষার্থীরা বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট আশ্বাসে তারা ক্লাসে ফিরেছেন। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তারা যদি দৃশ্যমান অগ্রগতি না দেখেন, তা হলে প্রয়োজনে আবারও আন্দোলনে নামবেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে *২-এর পাতায় দেখুন*

ভোটার হালনাগাদ

তালিকা থেকে বাদ যাবে সাড়ে ১০ লাখ ভোটার

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন (ইসি) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহ করেছে। তথ্য সংগ্রহের এই কাজ শেষ হয়েছে সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি)। এবার মোট ৪৭ লাখের বেশি নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে ১০ লাখ মৃত ভোটারের তথ্য মিলেছে, যারা বিদ্যমান তালিকা থেকে বাদ পড়বেন। সোমবার রাতে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত তথ্য পাওয়া গেছে ২.৫% থেকে ৩% পরিমাণ এ হালনাগাদে ভোটার হয়েছে। এরমধ্যে বাদ পড়া ২০ লাখের বেশি ও নতুন ভোটার ১৪ লাখের বেশি হতে পারে। আর মৃত ভোটার কর্তন হয়েছে ১০ লাখের বেশি। ইসির এনআইডি উইংয়ের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর বলেছেন, তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হলেও কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছবি তোলার কেন্দ্রে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আমরা সবাইকে সচেতনও করতে পেরেছি। ভোটার হওয়া চলমান প্রক্রিয়া, নিবন্ধন কেন্দ্রে এসেও তথ্যাদি দিয়ে এ সুযোগ থাকবে। *২-এর পাতায় দেখুন*

ধানমন্ডিতে সিআরআইয়ের কোনো অফিস খুঁজে পাওয়া যায়নি : দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) কোনো অফিস ধানমন্ডিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক রাজু আহমেদ। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ধানমন্ডি ৬/এ-তে দুদকের এক বিফ্রিংয়ে তিনি *২-এর পাতায় দেখুন*

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

ট্রাম্পের শুল্কনীতির অস্থিরতায় বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি বাড়ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর আমেরিকাকে বাণিজ্যযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মাসের শুরুতে কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিলেও পরে তা এক মাসের জন্য স্থগিত করেছেন তিনি। আলোচনার সুযোগ দিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে অভিবাসন নীতি থেকে শুরু করে বাণিজ্য ইস্যুর মতো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তবে ট্রাম্পের এই আচরণ আবারও তার অপ্রত্যাশিত ও অস্থির নীতি গ্রহণের প্রবণতাকে সামনে এনেছে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য মারাত্মক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে।

শেয়ারবাজারে প্রভাব : ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ লিখেছিলেন, 'এটি আমেরিকার স্বর্ণযুগ হবে! এর জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তা দিতে হবে।' সত্যি সত্যিই ৩ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্পের শুল্কনীতির কিছুটা মূল্য চুকায় বিশ্ব। এদিন বৈশ্বিক শেয়ারবাজারে ধস নামে, তেলের দাম বেড়ে যায় এবং ডলারের বিপরীতে বেশিরভাগ মুদ্রার দরপতন হয়। কিন্তু পরে যখন ট্রাম্প মেক্সিকো ও কানাডার ওপর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত *২-এর পাতায় দেখুন*

পরিবার-প্রতিষ্ঠানসহ নজরুলের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদার, তার স্ত্রী নাসরীন ইসলাম, কন্যা আনিকা ইসলাম, পুত্র ওয়ালিদ ইবনে ইসলাম ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরসহ মোট ৫২টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ আদেশ দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিব গত সোমবার দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপপরিচালক সালাহউদ্দিন অবরুদ্ধের আবেদন করেন। গতকাল মঙ্গলবার আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আবেদনে বলা হয়েছে, এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদার ও তার পরিবারের *২-এর পাতায় দেখুন*

জনপ্রশাসন সংস্কার নিয়ে থাকছে শতাধিক সুপারিশ: কমিশন প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : জনপ্রশাসন সংস্কার নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদনে শতাধিক সুপারিশ থাকছে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। আজ বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশন প্রধান বলেন, 'আমাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল গত মাসে, কিন্তু আমরা আমাদের কাজের কারণে পারিনি। কারণ, আমরা মাঠে গিয়েছি, লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। বিভিন্ন *২-এর পাতায় দেখুন*

মামলা প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির

স্টাফ রিপোর্টার : পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নামে মামলা প্রত্যাহার করে চাকরিতে পুনর্বহালসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান তারা। দাবিগুলো হলো: ১. মামলা প্রত্যাহারপূর্বক সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা। ২. দ্বৈতনীতি পরিহারপূর্বক আরইবি-পবিস একীভূতকরণ অথবা অন্যান্য বিতরণ সংস্থার ন্যায় পুনর্গঠন করা। ৩. অবশিষ্ট চুক্তিভিত্তিক/অনিয়মিতদের চাকরি নিয়মিতকরণ করা। ৪. আরইবি কর্তৃক পবিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দমন পীড়ন, হয়রানি ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা। *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ২২ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

শিক্ষার্থীরা না পেলেও কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার্থীরা এখনো বিনামূল্যের পাঠ্যবই হাতে না মিলেলেও মোটা দামে তা কালোবাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির একসেট বই ৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর নবম শ্রেণির বই সেটপ্রতি (গ্রুপভেদে দু-একটি বই কম থাকছে) ৬ থেকে সাড়ে ৬ হাজার টাকা। রাজধানীর নীলক্ষেত, বাংলাবাজারসহ দেশের অনেক স্থানে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি হচ্ছে। যদিও বিনামূল্যের বই কেনাবেচার সুযোগ নেই। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে, ছোট বা মাঝারি লাইব্রেরি থেকে চাহিদা অনুযায়ী কাজ নেয়া বিভিন্ন প্রেস অবৈধভাবে ওসব বই ছাপাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোও বই বিক্রিতে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ দেশের অনেক জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বই চাওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই কালোবাজারে চলে যাচ্ছে বই। তা ছাড়া অনেক স্কুলও বেশি বইয়ের চাহিদা দিয়েছে। সেসব স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকার থেকে বই পেয়ে তা কালোবাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। কিছু মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সরকারের কার্যাদেশের বেশি বই ছাপিয়ে বিক্রি করছে। পাশাপাশি বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, আরামবাগ ও নয়াপল্টনের মুদ্রণ, ছাপা ও বাঁধাই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও বই কালোবাজারে যাচ্ছে। বই বিক্রেতা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কালোবাজারে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিক্রেতাদের ধরতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অভিযান চালানো হচ্ছে। কয়েক দিন আগে রাজধানীর বাংলাবাজারে বিপুলসংখ্যক

বিনামূল্যের বই জব্দ করে। তারপর থেকেই বিক্রেতারা সতর্ক হয়ে পড়েছে। তারা দোকান থেকে বই সরিয়ে বিভিন্ন গোপন স্থানে রাখা হয়েছে। আর বিক্রিও থামেনি। মূলত স্কুলগুলোতে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ায় এবং পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণে এ বছর কিছুটা দেরি হওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর অনলাইন ভার্সন থেকে বই ডাউনলোড করার সুযোগ নেই। আর সেজন্যই চলতি শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই 'মূল্য' দিলে কালোবাজারে কেনা যায়। সূত্র জানায়, সারাদেশে এখনো বিপুলসংখ্যক স্কুলে সব বই পৌঁছেনি। যে কারণে অভিভাবকরা মার্কেটে বই খুঁজছে। সেজন্য ঢাকার বাইরে থেকেও অভিভাবকরা আসছেন। বিশেষ করে প্রাথমিকের বই, মাধ্যমিকের ইংরেজি ভার্সনের বই এবং নবম শ্রেণির বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। তবে গোয়েন্দাদের ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করে বই বিক্রি করা হচ্ছে। ধরা পড়লে পুলিশি ঝামেলা হয়। বাংলাবাজার, পল্টন ও মতিঝিলের বিভিন্ন প্রেসে ওসব অবৈধ বই ছাপা হচ্ছে। আর মাধ্যমিকের বই ডিসেম্বর থেকেই কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। কালোবাজারে পাঠ্যবই বিক্রিতে ঝুঁকি থাকলেও লাভ বেশি। কোনো কোনো কালোবাজারি ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার মতো বড় শহরেও ওসব বই নিয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বইয়ের দোকানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই। সূত্র আরো জানায়, বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপাখানা থেকে সরাসরি ট্রাকে করে জেলা পর্যায়ে বই পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া বইগুলোর একটা অংশ জেলায় বইয়ের গুদামে পৌঁছার আগেই অন্য জায়গায় চলে যায়। সমপ্রতি বগুড়া থেকে এ ধরনের একটি ট্রাক আটক করা হয়। বিনামূল্যের পাঠ্যবই কালোবাজারে চলে যাচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে সমপ্রতি অভিযান চালায় ঢাকা মহানগর ৭-এর পাতায় দেখুন

বিপুল আমদানিতেও ভোজ্য তেলের বাজার অস্থিতিশীল

স্টাফ রিপোর্টার : ডবপুল আমদানিতেও ভোজ্য তেলের বাজার অস্থিতিশীল। বাজারে সয়াবিন তেলের জন্য হাহাকার চলছে। বর্তমানে চাহিদার অর্ধেকও সরবরাহ মিলছে না। অভিযোগ রয়েছে, বৃহৎ ভোগ্যপণ্যের পাইকারি বাজারের একাধিক সিন্ডিকেট ভোজ্যতেলের সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। খুচরা থেকে পাইকারি বাজার, কোথাও বোতলজাত সয়াবিন তেল মিলছে না। বরং হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে পাইকারি বাজার থেকে ভোজ্যতেল। বিশেষ করে এক ও দুই লিটারের বোতলের সরবরাহ নেই বললেই চলে। মূলত শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাইকারি বাজার সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ভোজ্যতেলের লিটারপ্রতি দাম ৮ টাকা বাড়ানো হলেও বাজারে তার চেয়েও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। মূলত এখন পুরোপুরি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে ভোজ্যতেলের বাজার। বাজার চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ হচ্ছে না। বরং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানো হচ্ছে। আবার ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানো হলেও অনেক কোম্পানি তেল সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা সরবরাহ পাচ্ছে না।

সূত্র জানায়, মিল মালিকরা বাজারে ভোজ্যতেল সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে বাজারে তেলের সংকট চলছে। এভাবে চলতে থাকলে আসন্ন রমজানে ভোজ্যতেলের সংকট সমগ্র বাজারকে অস্থির করে তুলতে পারে। ভোজ্যতেল নিয়ে একটি চক্র সিন্ডিকেট করে বাজারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তারাও বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে ৭-এর পাতায় দেখুন

জবাবদিহিতা নেই বলেই গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে সরকার: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বতী সরকারের উদ্দেশ্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, এমনিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য প্রতিদিন বাড়ছে। চালের দাম কমাতে পারেননি। তার মধ্যে যদি গ্যাসের দাম বাড়ানো হয় তাহলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া কিছুই নয়। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক দল। অন্তর্বর্তীসরকারকে সাপোর্ট দেই। কিন্তু আপনাদের (সরকারকে) মনে রাখতে হবে আপনাদের সিদ্ধান্ত যেন গণবিরোধী না হয়। গরিব মানুষ মারার সিদ্ধান্ত যেন না হয়। তিনি বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে আপনারা (অন্তর্বতী সরকার) সংস্কার করলে করুন, কিন্তু সংস্কারের নামে গণতন্ত্রকে মজবুত শক্তিশালী করতে জনগণের ক্ষমতা, সেটি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, শেখ হাসিনা দেশের জনগণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। সেই ক্ষমতা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই দেশে কে সরকার গঠন করবে তা নির্ধারণ করবে দেশের জনগণ। কিন্তু শেখ হাসিনা সেটা করতে দেয়নি। ছাত্র-জনতার রক্ত ঝরা গণআন্দোলনে সেই ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের আসা জাগানোর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অনেক কিছু করার আছে। দেশের জনগণ গত ১৬ থেকে ১৭ বছর ৭-এর পাতায় দেখুন

মরার উপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া কিছুই নয়

সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব ৭-এর পাতায় দেখুন

আপনারা না পারলে যারা পারবে তাদের পথ সুগম করেন: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : প্রয়োজনীয় কাজ করা সম্ভব না হলে আনুষ্ঠানিকভাবে মিটিং এ বসে দিন-তারিখ ঠিক করে, যারা পারবে তাদের পথ সুগম করেন এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মতো গণঅভ্যুত্থানের এক নাম্বার চাহিদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। যদি ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহলে

সংকট আরও বাড়তে থাকবে। তিনি আরও বলেন, সরকার প্রধান হিসেবে ড. ইউনুসকে আমরা শুধু সমর্থনই দিই নাই, তার গতিপথ যাতে আরও ত্বরান্বিত হয়, আরও সুন্দর এবং চমৎকার হয় সে ধরনের সহযোগিতা আমরা তাকে করেছি। এখনো ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কর্মকর্তার লকার ফ্রিজ করতে গভর্নরকে দুদকের চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরাপত্তা ভল্টে রাখা সব কর্মকর্তার সেইফ ডিপোজিট সাময়িক সময়ের জন্য ফ্রিজ (স্থগিত) করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গভর্নরকে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। যাতে কোনও কর্মকর্তা রক্ষিত মালামাল লকার খুলে নিতে না পারেন। দুদকের পরিচালক (উপসচিব) কাজী সায়েমুজ্জামান গতকাল মঙ্গলবার এই তথ্য জানান। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, গত ২৬ জানুয়ারি আদালতের অনুমতিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনের টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েন ভল্টে রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সাবেক ৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

দিনাজপুর প্রতিনিধি: মোঃ নুর আলম

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, এলোপাতাড়ি গুলি শিক্ষার্থী রাহুল হত্যা মামলায় বীরগঞ্জ উপজেলার ৪ নং পাল্টাপুর ইউনিয়নের যুবলীগের নেতা মোঃ আলমগীর হোসেন (৩৬) যুবলীগ নেতাকে ৩ রা ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় থেকে গ্রেফতার করছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)- পুলিশ।

আটক মোঃ আলমগীর হোসেন দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার ৪ নং পাল্টাপুর ইউনিয়নের,বাছাড়গ্রাম গ্রামের ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা মোঃ আফজান হোসেনের ছেলে। পরে সোমবার রাত ৯-৩০ মিনিট তাকে শিক্ষার্থী রাহুল হত্যা মামলায় এজাহার ভুক্ত ৭২ নং আসামি গ্রেফতার দেখিয়ে পিবিআই এ প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৪ আগস্ট দুপুরে দিনাজপুরে শহরের ছাত্র-জনতা ও পুলিশের ওপর হামলা চালায় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাহুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। এ সময় তিন শতাধিক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। এসব ঘটনায় হত্যাসহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। আর এসব মামলায় আওয়ামীলীগ, যুবলীগসহ অঙ্গসংগঠনের হাজারো নেতা কর্মীদের আসামি করা হয়।

কারাগার থেকে ফেসবুক চালানো সম্ভব নয়, ফারুক খানের স্ট্যাটাস প্রসঙ্গে অধিদপ্তর

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) ফারুক খানের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টের একটি স্ট্যাটাস ভাইরাল হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। কিন্তু কারা অধিদপ্তর বলছে, কারাগারে থেকে কেউ ফেসবুক চালাতে পারে না, এটা গুজব। গত সোমবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো কারা অধিদপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ফারুক খান (ঋধৎঁশ কযধহ) নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক আইডির একটি স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশর্ট শেয়ার করে তা কারাগারে আটক সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ফারুক খান কর্তৃক প্রচার করা হয়েছে বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। কারাগার থেকে এ ধরনের প্রচার বা ফেসবুক চালানো সম্ভব নয়। কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, ফারুক খান বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে আটক আছেন। ফেসবুক আইডিটি সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ফারুক খান কর্তৃক কারাগার থেকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কারাগারে আটক কোনো বন্দির পক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ফারুক খানের স্বজন বা অন্য কেউ ঋধৎঁশ ৭-এর পাতায় দেখুন

ভুয়া পাঠাগার খুঁজে বের করে বাদ দেওয়া হবে: ফারুকী

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী অর্থ বছরের আগে বেসরকারি ভুয়া পাঠাগারগুলো খুঁজে বের করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার হবে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। ৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৫' উদযাপন উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গ্রন্থাগার অধিদপ্তর। সংবাদ সম্মেলনে মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী বলেন, পাবলিক লাইব্রেরির কার্যক্রমের দিকে এর আগে গভীর মনযোগ দেওয়া হয়নি। পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রচুর বইয়ের সংগ্রহ আছে। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরিকে ডিজিটালাইজেশন করার যথেষ্ট ৭-এর পাতায় দেখুন

সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী মঙ্গলবার ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৫' উদ্?যাপন উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। -পিআইডি

বাড়বে রাতের তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। গতকাল মঙ্গলবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা জানান, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাতের ৭-এর পাতায় দেখুন

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন করছি না : মান্না

স্টাফ রিপোর্টার : সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রস্তাবটি সুন্দর হলেও জাতির তথা বৃহত্তর স্বার্থে এটিকে আমি আপাতত সমর্থন করছি না বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে গণশক্তি সভা আয়োজিত 'শাসন ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ও নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন। মান্না বলেন, যে স্বৈরাচারকে এত কষ্ট করে লড়াই করে ফেলে দিয়েছি, সেই স্বৈরাচারের ভোটের হার এখনো অনেক বেশি। সংখ্যানুপাতিক হারে ভোট হলে তারা অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে। তা ছাড়া ওই দল যদি ভোট ৭-এর পাতায় দেখুন

শাহজালালে ২ হাজার কার্টন সিগারেটসহ নিষিদ্ধ মালামাল জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ২ হাজার কার্টন সিগারেটসহ বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মালামাল জব্দ করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। গত সোমবার বিকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে এগুলো জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের মধ্যে দুই হাজার কার্টন সিগারেট ছাড়াও রয়েছে আমদানি নিষিদ্ধ ১৫০০টি ভেপ, ১০০ কেজি নিষিদ্ধ রং ফর্সাকারী ক্রিম, মোবাইল ফোন ১০২টি এবং কসমেটিক্স ২০০ কেজি। ঢাকা কাস্টমস হাউজের কমিশনার জাকির হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কাস্টমস সূত্র জানায়, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ৭-এর পাতায় দেখুন

মার্কিন পণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপ করলো চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে চীন। এখন থেকে মার্কিন পণ্যগুলোতেও ১০-১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। বেইজিং জানিয়েছে, মার্কিন কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক বসানো হবে। এছাড়া, ক্রুড অয়েল, কৃষি যন্ত্রপাতি, পিকআপ ট্রাক ও বড় ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ির ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। চীন সরকার জানিয়েছে, নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম বেইজিং। আর মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে ও মার্কিন শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতেই পাল্টা এই শুল্ক বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে চীনা পণ্যের ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থান বেড়েছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন, ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন বেড়েছে। তবে, উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১.৪৯ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৪৭ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ০.০৪ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৩৯ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ০.৮১ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯১০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৪০টি কোম্পানির, কমেছে ১৮৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৪টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪৪৪ কোটি ৪১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪৩১ কোটি ৩৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১৪.৫৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭৫১ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৩০.১১ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৪০৬ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৪.২৮ পয়েন্ট বেড়ে ৯৩০ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ২৫.৫৭ পয়েন্ট বেড়ে ১১ হাজার ৯৫৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ১৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮০টি কোম্পানির, কমেছে ৮৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৩টির। দিনশেষে সিএসইতে ৪ ৭-এর পাতায় দেখুন

জানুয়ারিতে সড়কে ঝরল ৬০৮ প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের জানুয়ারিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন এক হাজার ১০০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রোড সেফটি ফাউন্ডেশন এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। নিহত ৬০৮ জনের মধ্যে নারী ৭২ জন ও শিশু ৮৪ জন। এ ছাড়া ২৭১ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছ, যা মোট নিহতের ৪৩ দশমিক ৪২ শতাংশ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিহতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬১ জন ঢাকা বিভাগের। সবচেয়ে কম ৩০ জন বরিশাল বিভাগে। এ ছাড়া একক জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা জেলায় এবং সবচেয়ে কম অর্থাৎ পঞ্চগড় জেলায় কোনো মৃতু ঘটেনি। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বেপরোয়া গতি, ৭-এর পাতায় দেখুন

শিবগঞ্জে তর্ত্তিপুরে হিন্দু ধর্মবলম্বীদের গঙ্গা স্নান অনুষ্ঠিত

শামসুন্নাহার সোহানা : প্রতিবছরের মতো এবারো শিবগঞ্জ উপজেলার তর্ত্তিপুরে গঙ্গাশ্রম ঘাটে মঙ্গলবার সকাল থেকে সনাতন ধর্মালম্বীদের গঙ্গাস্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে হিন্দু ধর্মালম্বীরা পাপমোচন ও পূর্ণ লাভের আশায় মাকরী সপ্তমী তিথিতে গঙ্গাস্নানে আসেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ রাজশাহী অঞ্চলের নাটোর, নওগাঁ এলাকা থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরুষ-নারীরা বাস, মিনিবাস, মাইক্রো, সিএনজি, রিক্সাসহ বিভিন্ন প্রকার যানবহন যোগে দূরদূরান্ত থেকে গঙ্গা স্নান অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য পূর্বদিন থেকেই পৌরণিক জাহ্নুমুনির আশ্রমে আসতে শুরু করে। প্রায় নারীই বাড়ি ফেরার সময় নানা ধরনের মাটির পাত্রে সযত্নে গঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে যায়। এ স্নান করলে মানব জীবনের পাপমোচন ও অকল্যাণ দূর হয়। তিনি আরও বলেন, এ বছর হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে। এদিকে উৎসবকে ঘিরে দিনব্যাপী মেলায় প্রসাধনী, কাঠের আসবাবপত্র, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন উপকরণ, মিষ্টি ও খাবার দোকান, বাঁশ-বেত সামগ্রী ও লোহা লক্কড়ের দোকানসহ পূজা এবং পালাক্রমে কীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে আগত হিন্দু নারীরা বিভিন্ন ধরনের জিনিষপত্র ক্রয় করে থাকেন।

টিউলিপের দুর্নীতি তদন্তে সাহায্য করছে ব্রিটিশ সংস্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহেনা মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে বাংলাদেশের তদন্তকারীদের সহায়তা করবে ব্রিটেনের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। তদন্তে সহায়তার অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা সম্প্রতি ঢাকা সফর করেছেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গত বছরের অক্টোবরে প্রথমবারের মতো এনসিএ কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সফর করেছিলেন, যেখানে তারা পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

পিছিয়ে পড়াদের সহায়তার নামে

হয়েছে। এ লুটপাট রিভিউ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'কনসালটেশন ওয়ার্কশপ: ফিউচার অব সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস। তিনি বলেন, সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর কাছে সুবিধা পৌঁছাতে হলে কৌশলগত ও পৌঁছানোর ধরনটা বদলাতে হবে। এজন্য রিডিজাইন করতে হবে। সরকারের রিফর্ম ট্রাস্ট বলেছে, ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ সহায়তা জায়গা মতে পৌঁছেনি। উন্নয়ন সহযোগী ইউনিসেফ বলছে, এ অনিয়মের হার ৪৬ শতাংশ। এই কর্মসূচিতে যদি সত্যিকারের অর্থে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হয়, তাহলে লক্ষ্য নিখুঁত ও নির্ভুল করতে হবে। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে এতদিন তা ঠিক করা হয়নি। তিনি বলেন, যেকোনো কর্মসূচির একটি নির্দিষ্ট পরিমান ভুল হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে পরিমান ভুল হয়েছে, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এখন আমাদের কয়েকটি বিষয় রিভিউ করতে হবে। প্রথমত, লক্ষ্য নিখুঁত পদ্ধতিতে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ কর্মসূচির অর্ধেক টাকা অপচয় হয়েছে। সেটা রোধ করে বিতরণের ধারণা ঠিক করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় নগদ টাকা সহায়তা একটি ভঙ্গুর ব্যবস্থা উল্লেখ করে সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা বলেন, এটি কোনো কার্যকর পদ্ধতি নয়। এখানে অনেকগুলো অনিয়ম ঘটে। এজন্য ক্যাশ সহায়তার পাশাপাশি যাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও তথ্যভাণ্ডার করতে বিপুল অর্থ অপচয় হয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর যারা এটা করেছেন, তারাও এর দায় এড়াতে পারেন না। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণায়ের সচিব কামরুল আহসান, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. মহিউদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

পোস্টে এ কথা বলেন তিনি। আসিফ মাহমুদ সেই পোস্টে লিখেছেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কলহে হওয়া মৃত্যুকেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় মৃত্যু হিসেবে দেখিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। তাদের এসব বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তিনি লিখেন, অথচ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বাস করছে। তিনি প্রশ্ন রেখে আরও লিখেন, কারা আমাদের এই সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনকে ধ্বংস করতে চায়? তাদের এজেন্ডা কী? এর আগে, সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলেছে, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর সাড়ে চার মাসে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ২৩ জনকে হত্যার যে তথ্য বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিয়েছে, সে ঘটনাগুলো পুলিশের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। বাকি ২২টি ঘটনার প্রাথমিক কারণ সম্পর্কে জানা গেছে। সেগুলোর একটি ঘটনার সঙ্গেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কোনো সম্পর্ক নেই।

সৌদি, ওমান ও কাতার নিয়ে

প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন। সৌদি সফর ও সেখানকার বৈঠকে আলোচনা ও এর ফলাফল নিয়ে মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন তিনি। স্ট্যাটাসে আসিফ নজরুল লিখেছেন, সৌদি আরবে আমার এবারের সফর ছিল সরকারি। সেখানে কিছু ভালো খবর পেয়েছি। রিয়াদে আমার সঙ্গে সৌদি আরবের মানবসম্পদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের বৈঠক হয়েছে। কাতার ও ওমানের মন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে। তিনি লিখেছেন, সৌদি আরব আকামাবিহীন বাংলাদেশিদের বিষয়ে চাকরিদাতাদের দায়দায়িত্ব আরও কঠোরভাবে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, চাকরির চুক্তি আগেই বাংলাদেশে শ্রমিকদের কাছে পাঠানোর বিষয় বিবেচনা করবে বলেছে, পেশাজীবীদের সার্টিফিকেটের সত্যায়ন বাংলাদেশ থেকেই করবে বলেছে। স্ট্যাটাসে ওমান প্রসঙ্গে উপদেষ্টা লিখেছেন, ওমান সেখানকার সব বাংলাদেশিদের থাকার বৈধতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং দ্রুত বাংলাদেশ থেকে লোক নেবে বলেছে। কাতারও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে পোস্টে উল্লেখ করেন প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা। তিনি আরও লিখেছেন, এখন পর্যন্ত সব প্রতিশ্রুতিই। তবে সেগুলো আন্তরিক মনে হয়েছে। আমরা বিষয়গুলোর অগ্রগতি যেন হয়, তা নিয়ে ফলোআপ করব। অধ্যাপক আসিফ নজরুল লিখেছেন, প্রবাসে কেউ কেউ আমার কাছে বিমান ভাড়া নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এটা আমার মন্ত্রণালয়ের বিষয় না। তবুও আমি বিমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে বসব। সবশেষে তিনি লিখেছেন, সবশেষে, আপনাদের বহু মানুষের কাছে সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাস সম্পর্কে ভালো মূল্যায়ন পেয়েছি। তাদের কাজের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম দেখে আমারও ভালো লেগেছে। দুই দিনে চারজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী শুধু নয়, তারা আমার সঙ্গে সৌদি আরবের বড় বড় প্রায় ২০টি চাকরিদাতা কোম্পানি ও প্রবাসে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সঙ্গে দুটো মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। এগুলো নিয়ে পরে লিখব।

তারেক রহমান-সালামের রাষ্ট্রদ্রোহ

হয়। পরে আদালত অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আব্দুস সালাম হাইকোর্টে আবেদন করেন। হাইকোর্ট ২০১৭ সালে রুল ও স্থগিতাদেশ দেন। সেই রুলের শুনানি শেষে ৩১ অক্টোবর রায় দেওয়া হয়। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন, সিনিয়র অ্যাডভোকেট এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন ও শাহদীন মালিক, আইনজীবী কায়সার কামাল, এস এম শাহজাহান ও মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম সৌরভ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো.জসিম সরকার ও রাসেল আহাম্মদ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল গিয়াস উদ্দিন রাজি, শামীমা আক্তার বানু, লাবণী আক্তার ও কাজী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। ৩১ অক্টোবর মাহবুব উদ্দিন খোকন জানিয়েছিলেন, এ মামলার শুরুইটাই বেআইনি। তাই তারেক রহমান ও আব্দুস সালামসহ সবার মামলা বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

হজ-ওমরাহ যাত্রীদের টিকিট ৫০

আসবে। টিকিট সিন্ডিকেট ভাঙতে হলে হজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কথা বলতে হবে। আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে কে এম আবু হানিফ রিদয় বলেন, যারা সিন্ডিকেট করে তারা আওয়ামী লীগের দোসর। তারা আগেই লাইসেন্স নিয়েছে। তাদের লাইসেন্স এখনও বহাল। ভারত-ইন্দোনেশিয়ার লোকজন অনেক কম টাকা দিয়ে হজ ওমরাহ করতে যায়। আমরা মুসলিম প্রধান দেশ হয়েও চড়া মূল্যের কারণে যেতে পারি না। আমরা ড. ইউনূসকে ব্যর্থ সরকার হিসেবে দেখতে চাই না। দ্রুত হজ ও ওমরাহর জন্য টিকিটের দাম কমানো এবং এই সেক্টরের মানোন্নয়ন করতে হবে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

হয় না উল্লিখিত চিন্তার শিকড় কতদূর বিস্তার লাভ করেছে। এর প্রমাণ গত তিন-চার বছর বিভিন্ন মাধ্যমে তমদ্দুনপন্থীরা বলতে শুরু করেছেন যে, 'তাঁরাই ভাষা আন্দোলনের জনক।' তাই ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণে এ সব দাবির যৌক্তিকতা দেখে নেয়া দরকার।

তমদ্দুন মজলিসের প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাসেম ও তাঁর সহযোগীদের বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত বক্তব্যে দেখা যায়, তাদের লক্ষ্য ছিল দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কয়েম করার চেষ্টা চালানো। এরা রাজনৈতিক চিন্তায় প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার ঘোরবিরোধী ছিলেন। সম্ভবত বাংলা রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি তাদের এই বিশেষ প্রয়োজনের অংশ হিসেবেই তাঁরা চেয়েছিলেন; বাঙালী জাতিসত্তার সঙ্গে সমন্বিত করে নয়। মতাদর্শগত এই বৈশিষ্ট্যের কারণ, তাঁরা ভাষা আন্দোলনে আপোসপন্থা গ্রহণে দ্বিধা করেননি। এর প্রমাণ মার্চে জিন্নাহর পূর্ববঙ্গে সফর উপলক্ষে ভাষাবিষয়ক লক্ষ্য অর্জনে তাদের আনন্দ ও প্রত্যাশা এতই স্পষ্ট ছিল যে, কোন দূরদর্শিতার পরিচয় না রেখেই লীগ শাসনের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে তাঁরা মাঝপথে আন্দোলন স্থগিত করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। এমন কী জিন্নাহ চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও সেই স্থগিত আন্দোলন শুরু করার কোন উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে সংগ্রাম পরিষদকে উজ্জীবিত করার কোন চেষ্টাও তাঁরা করেননি। তমদ্দুন মজলিসের এই ভূমিকার পরও ভাষা আন্দোলন নিয়ে আরও অনেক ঘটনা প্রবাহ চলতে থাকে। ২৪ মার্চ কার্জন হলে সমাবর্তন বক্তৃতায় জিন্নাহ সাহেব যখন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সেই পুরনো সুরেই কথা বলেন তখন উপস্থিত ছাত্রদের মধ্য থেকে না না (নো নো) ধ্বনির প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো। তখন জিন্নাহ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এবং দ্রুত শেষ করে চলে যান। বিদায়ের সময় প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি উর্দু রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি বেশ জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। কার্জন হলে ওই না না প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ও তাঁর সহকর্মী ছাত্রগণ। একই দিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ সাহেব সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের– শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এর পরও প্রতিনিধি দল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া স্মারকলিপিটি পেশ করতে ভুলে যাননি। ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক রচিত 'ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য' গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য তুলে ধরা হয়। একই গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণেতা বদরুদ্দিন উমরের মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয় ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ। বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, ১৯৫২ সালের ১৩ মার্চের পর কোন এক সময় পতাকা দিবস পালিত হয় এবং তাতে ৭৫০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচী সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং যুবলীগের কর্মীরা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় সাড়া দেয় ঢাকার প্রতিটি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রদের ওই সভা থেকে সারাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, ছাত্র-ধর্মঘট ও মিছিলসহ আইন পরিষদ ঘেরাওয়ের প্রস্তাব করা হয়। কারণ ওই দিন পূর্ববঙ্গে আইন পরিষদের অধিবেশন চলার কথা ছিল।

এক সপ্তাহ পর ক্লাসে ফিরলেন

অন্যতম নূর মোহাম্মদ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনি বলেন, আপাতত সাতদিন কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। এ সময়ে ক্লাস-পরীক্ষা সবই চলবে। সরকারের পদক্ষেপ কতটা দৃশ্যমান হবে, তা বিবেচনা করে পরবর্তীতে কর্মসূচি দেওয়া হবে। কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রোহান হোসেন বলেন, আশা করি সরকার আমাদের দাবি নিয়ে আর টালবাহানা করবে না। আমরা পড়াশোনার পরিবেশটা চাই, ঝামেলা চাচ্ছি না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শিপ্রা রানী মণ্ডল বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিত করে ক্লাসে ফিরেছেন। আশা করছি, আগামীতে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হবে না।

ধানমন্ডিতে সিআরআইয়ের কোনো

তথ্য জানান। দুদকের সহকারী পরিচালক বলেন, রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যয় বা ক্ষতি সাধন করছেন কিনা সেটার যাচাই করার জন্য এসেছি। ধানমন্ডি কয়েকটা জায়গা ঘুরেও আমরা সিআরআই এর অফিস খুঁজে পাইনি। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে তথ্যগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অভিযানে আসছি। ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে আমরা সেটা জেনেছি। সেই তথ্য যাচাই করতে হলে আমাদের রেকর্ডগুলো সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান। উনারা নন প্রফিট অরগানাইজেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা যে নিয়মিত অভিযান করি সেটারই একটি অংশ। অভিযোগে যতটুক তথ্য ছিল সেই তথ্য যাছাই করতে আজকে অভিযান পরিচালনা। তার আগে দুপুর ১টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে যায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অভিযান টিম। সেখানে কিছু না পেয়ে ধানমন্ডি ৬/এ যায় ওই টিম। সেখানেও কোনো অফিসের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি দুদকের অভিযান টিম।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন রোডম্যাপ

পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের ওপর বিভিন্ন নিয়ম আসবে উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, এতে আমাদের অর্থনীতিতে যে ধাক্কাটা আসবে তা থেকে পরিত্রাণের নিয়ামক হচ্ছে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ কারণে আমাদের প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে দক্ষতার মাধ্যমে। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ২০৩০ সাল পর্যন্ত আমাদের সময় আছে। আমি মনে করি এটা দীর্ঘ সময়। যদি ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে আমরা গ্রাজুয়েট করি, আমি মনে করি আমাদের ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো একসঙ্গে কাজ করলে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ সম্ভব। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, পাশাপাশি ব্যবসা সহজীকরণ করতে হবে।আমরা সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়াতে চাই। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এর মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য উদারীকরণের স্বার্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের প্রসার ও চলাচল ত্বরান্বিত করা। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমকে ৩টি (এ, বি, সি) ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। এ ক্যাটাগরির ২১টি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ডব্লিউটিওতে প্রেরণ করা হয়। বি ক্যাটাগরির ১৮টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা নির্ধারিত ছিল।

বি ক্যাটাগরি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ডব্লিউটিওতে প্রেরণ করা হয়। সি ক্যাটাগরির ১৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়সীমা ৩০ জুন ২০৩০। এরমধ্যে সি ক্যাটাগরির ৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ডব্লিউটিওতে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি কার্যক্রম চলমান।

ট্রাম্পের শুল্কনীতির অস্থিরতায়

স্থগিত করেন, তখন বাজার ফের স্থিতিশীল হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের অনিশ্চয়তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, ট্রাম্প শেয়ারবাজারের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারেন এবং তা বিবেচনায় রেখেই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ভবিষ্যতে এমন পদক্ষেপ আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কানাডা-মেক্সিকোর প্রতিক্রিয়া : ট্রাম্প তার ঘোষণায় দাবি করেছেন, মেক্সিকো ও কানাডা থেকে আমদানি বন্ধ হলে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাত পুনরুজ্জীবিত হবে। তবে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাউম এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আপাতত আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মেক্সিকো এরই মধ্যে সীমান্তে ১০ হাজার সেনা মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যারা ফেন্টানাইল পাচার রোধে কাজ করবে। অন্যদিকে, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে মাদক চোরাচালান ঠেকানোর ঘোষণা দিয়েছে। যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ নতুন কিছু নয়, এগুলো আগে থেকেই চালু ছিল। শিল্পখাতে প্রভাব : ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাত মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। বিশেষ করে, গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হবে। কানাডা ও মেক্সিকোতে উৎপাদিত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ একাধিকবার সীমান্ত পার হয়ে চূড়ান্তভাবে একত্রিত হয়। ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হলে উৎপাদন ব্যয় এতটাই বেড়ে যাবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৃহৎ গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানড়স্টেলান্টিস, জেনারেল মোটরস ও ফোর্ডড় লাভজনক থাকতে পারবে না বলে জানিয়েছে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান বার্কলেস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটলে ছোট কোম্পানিগুলো টিকে থাকতে পারবে না এবং অনেক উৎপাদন ইউনিট বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি, কিছু প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হওয়ারও ঝুঁকি রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির জন্য সতর্কবার্তা : ট্রাম্পের এ ধরনের নীতির ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো আগামীতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়বে। একদিকে তারা কানাডা ও মেক্সিকোতে বিনিয়োগ করতে সাহস পাচ্ছে না, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রেও বড় ধরনের প্রকল্প চালু করার আগে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে চীনের ওপর শুল্ক আরোপের কারণে ২০১৮ সালে দেশটির বিনিয়োগ কমপক্ষে ১ শতাংশ কমে যায়। এবার ট্রাম্পের পরিকল্পনা আরও বিস্তৃত এবং এতে আরও বেশি দেশ ও শিল্পখাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প তার শুল্কনীতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা সৃষ্টি করেছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। তার এই নীতি বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হবে এবং বিনিয়োগ কমে যাবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মামলা প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবি পল্লী

এবং ৫. বিগত সময়ে আরইবির দুর্নীতিবাজদের শাস্তির জন্য নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করা। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, দেশের ৮০ ভাগ অঞ্চলে প্রায় ১৪ কোটি মানুষের বিদ্যুৎ সেবায় নিয়োজিত ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৪৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী। নিয়ন্ত্রক সংস্থা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সীমাহীন দুর্নীতি, নিম্নমানের মালামাল ক্রয় ও নন-স্ট্যান্ডার্ড লাইন নির্মাণের কারণে সৃষ্ট গ্রাহক ভোগান্তি, মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও সব ধরনের পলিসি প্রণয়নসহ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)-পবিস দ্বৈত ব্যবস্থাপনা নিরসনে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়ন এবং জরুরি সেবায় নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক/অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের ২ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করা হয়। তারা বলেন, সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে স্মারকলিপি প্রেরণ, বিভিন্ন দফায় গ্রাহক সেবা চালু রেখে কর্মবিরতি, লং মার্চ টু আরইবি, সারাদেশে একযোগে মানববন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়। যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে সরকারের পক্ষ থেকে আগস্ট মাসে বিদ্যুৎ বিভাগ, আরইবি এবং পবিসের সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু সরকারের সংস্কার কার্যক্রমে সহযোগিতা না করে বিদ্যমান কাঠামো বহাল রাখার বিষয়ে মতামত দেয় আরইবি। পরবর্তী সময়ে উক্ত কমিটি বিলুপ্ত করে গত ২৩ অক্টোবর সরকারের পক্ষ থেকে পুনরায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। প্রায় সাড়ে ৩ মাস অতিবাহিত হলেও কমিটির প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়নি। তারা বলেন, বর্তমানে এই কমিটির কাজ চলমান। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে কোনো ধরনের কর্মসূচি না থাকা সত্ত্বেও আরইবি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ভুল বার্তা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে গত ১৬ অক্টোবর আরইবি কর্তৃক পবিসের ১০ জন কর্মকর্তাকে বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুত এবং একই তারিখ দিবাগত রাতে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। তারা বলেন, একই ব্যক্তিদের বিগত সরকারের সময়ে মে মাসে সরকারের উন্নয়নবিরোধী আখ্যা দিয়ে স্ট্যান্ড রিলিজ এবং ওএসডি করা হয়। পরদিন সকাল থেকে পবিসের কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার এবং আরো ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুত করা এবং যৌথ বাহিনী দ্বারা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেধড়ক মারধর ও ধরপাকড় করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে পবিসের কর্মীরা আতঙ্কিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মতো ঘটনা ঘটে। দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য যা ছিল আরইবির পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। পরবর্তী সময়ে উক্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিটির ওপর আস্থা রেখে পবিসের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সব ধরনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, প্রায় ৩ মাস কারাভোগের পর বর্তমানে আমরা জামিনে মুক্ত আছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এতো বড় ট্রাজেডি ঘটানোর পরও আরইবি থেমে থাকেনি। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাময়িক বরখাস্ত, স্ট্যান্ড রিলিজ, ওএসডি এবং নিজ জেলা থেকে গড়ে ৫০০-৬০০ কিলোমিটার দূরে হয়রানিমূলক বদলিসহ নানান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চলমান রেখেছে। গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে এক মাসে প্রায় ৫ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের মধ্যে লাইন ক্রু লেভেল-১ এবং বিলিং সহকারীদের চাকরি নিয়মিত করা হলেও মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার এবং লাইন শ্রমিকদের চাকরি নিয়মিত করা হয়নি। মিটার রিডাররা যদি চুক্তিভিত্তিতে ৩৬ বছর চাকরি করতে পারে তাহলে তাদের নিয়মিত না করা অযৌক্তিক। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি না করেও বিদ্যমান কাঠামোতে তাদের চাকরি নিয়মিত করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া লাইনম্যানের বিকল্প হিসেবে একই কাজ করা সত্ত্বেও লাইন শ্রমিকদের চাকরি নিয়মিত করা হয়নি। কিছু সংখ্যক নিয়মিত করায় বঞ্চিতদের মধ্যে চরম অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে। সর্বশেষ গত ৩ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একজন বিলিং সহকারীকে ফেসবুক পোস্ট/লাইক/কমেন্টের কারণে বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একটা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ কর্মী নিপীড়ন হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যাচ্ছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। তারা বলেন, আরইবি-পবিস সংকটকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন মেজর জেনারেল জিয়া-উল আযিম। তার অনুরোধ এবং বিদ্যমান সমস্যা দায়িত্ব নিয়ে সমাধানের আশ্বাসে ২৭ আগস্ট পবিসের পূর্বঘোষিত গণছুটি কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পরবর্তী সময়ে নিরপেক্ষভাবে সমস্যা সমাধানে আন্তরিক না হয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীদের দমন পীড়নের নায়ক হিসেবে তিনি তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ অপব্যবহারের নজির স্থাপন করেছেন। পবিসের কর্মীদের বাক স্বাধীনতা পর্যন্ত তিনি কেড়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন পবিসে মতবিনিময় সভায় যে সব কর্মী সংস্কার এবং নির্যাতিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে কথা বলেছেন তাদের প্রত্যেককে দূরবর্তী স্থানে বদলি করেছেন। তারা বলেন

শিক্ষার্থীরা না পেলেও কালোবাজারে

গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বই খোলাবাজারে বিক্রি ও মজুতকারী চক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে ডিবি। তাদের কাছে রক্ষিত দুই ট্রাক বই জব্দও করা হয়েছে। এর আগে রাজধানীর বাংলাবাজারে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেখানে ৫ হাজার বই জব্দ করা হয়। অতিসম্প্রতি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ধাতিয়াপাড়া এলাকা থেকে বিনামূল্যে বিতরণের প্রায় ১০ হাজার বই জব্দ করে পুলিশ। এর মধ্যে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির ৯ হাজার বই ছিল। কুড়িগ্রামের রৌমারী থেকে একটি ট্রাকে করে ঢাকায় পাচারকালে বই জব্দ করেছে শেরপুর সদর থানা পুলিশ। ওই সময় একজনকে আটক করা হয়। কুড়িগ্রামের রৌমারী সি জি জামান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বইগুলো ট্রাকে করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। এর আগে ২০ জানুয়ারি রাজধানীর বাংলাবাজারে অভিযান চালিয়ে পাঁচ হাজার বই জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে দুটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ওইদিন অভিযানে বাংলাবাজার বই মার্কেটের দুটি দোকান ও একটি গোডাউনে সরকারি বই পাওয়া যায়।

এদিকে ঢাকার সাভার উপজেলা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও পার্বত্য তিন জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তারা অতিরিক্ত চাহিদা এনসিটিবিতে জানিয়ে বই নেন। তারা অতিরিক্ত বই কালোবাজারে সরবরাহ করে। ওসব বইয়ের চাহিদা মূলত কিন্ডারগার্টেনগুলোতে থাকে। কারণ সরকারের বিনামূল্যের বই কিন্ডারগার্টেনগুলো সহজে পায় না। সরকারি-বেসরকারি স্কুলে দেয়ার পর তাদের বই দেওয়া হয়। কিন্তু বছরের শুরুতেই বই না পাওয়ায় তাদের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। সেজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা বিনামূল্যের পাঠ্যবই খোলাবাজার থেকে কিনতে চায়।

এদিকে কালোবাজারে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান জানান, খোলাবাজারে বই বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। যারা এসব করছে তাদের চিহ্নিত করতে কাজ করছে এনসিটিবি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ওসব বই কীভাবে খোলাবাজারের যাচ্ছে তা তদন্ত করা হচ্ছে। একশ্রেণির প্রিন্টার্স প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মিলে বই বাজারে বিক্রি করছেন। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে কোথা থেকে বিনামূল্যের বই কালোবাজারে গেলো।

বিপুল আমদানিতেও ভোজ্য তেলের

বাজারে ভোজ্যতেলের তীব্র সংকটের সৃষ্টি হওয়ায় দামও হু হু করে বাড়ছে। অথচ সরকার দুই দফায় শুল্ক-কর কমালেও সুফল মিলছে না। বরং দাম আরো বেড়েছে। বর্তমানে দেশে ডলার সংকট এখনো চলমান রয়েছে। আমদানিকারকরা আগের মতো ভোজ্যতেল আমদানি করছে না। বিশ্ববাজারে ভোজ্যতেলের দামও আগের চেয়ে বেড়েছে। ওসব কারণে ভোজ্যতেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ায় উৎপাদন সংকট, বায়োডিজেলে পাম অয়েল ব্যবহারের পরিমাণ ৫ শতাংশ বৃদ্ধিজনিত কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যটির বুকিং রেকর্ড ছুঁয়েছে। এসব কারণে ভোজ্যতেলের বাজার স্থিতিশীল হচ্ছে না। আবার কিছু কিছু কোম্পানি শর্তসাপেক্ষে তেল বিক্রি করছে।

এদিকে গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ভোজ্যতেলের দাম প্রতি লিটারে ৮ টাকা বাড়ানো হয়। এখন প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে ১৭৫ টাকায়, যা এতোদিন ছিল ১৬৭ টাকা। প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেলের দাম ১৪৯ টাকা থেকে বেড়ে ১৫৭ টাকা। খোলা পাম তেলের লিটারও ১৪৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫৭ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া বোতলজাত পাঁচ লিটার সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয় ৮৬০ টাকা, যা আগে ছিল ৮১৮ টাকা।

অন্যদিকে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) হিসাবে রোজায় বাজারে ভোজ্যতেলের চাহিদা থাকে প্রায় তিন লাখ টন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও চট্টগ্রাম কাস্টমসের তথ্যানুযায়ী, জানুয়ারি মাসে প্রায় চার লাখ টন সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি হয়েছে। আর তিন লাখ টন সয়াবিন তেল তৈরির কাঁচামাল সয়াবিনবীজ আমদানি হয়েছে। ওই বীজ মাড়াই করে পাওয়া যাবে প্রায় অর্ধলাখ টন সয়াবিন তেল। সব মিলিয়ে রোজার চাহিদার চেয়ে বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ বেশি থাকবে।

এ প্রসঙ্গে পাইকারি বাজারের ভোজ্যতেলের আড়তদাররা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির অজুহাতে দেশের বাজারে ফের পণ্যটির দাম বৃদ্ধির জন্য গত ৬ জানুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ব্যবসায়ীরা চিঠি দিয়েছে। অবশ্য নানামুখী চাপের মুখে ভোজ্যতেলের দাম বৃদ্ধির ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলেও মিল মালিকরা সরবরাহ স্বাভাবিক করেনি। এখনো সরবরাহ বন্ধ রেখে কৃত্রিম সংকট জিইয়ে রাখা হয়েছে। যে কারণে বাজারে ভোজ্যতেলের বাজার স্থিতিশীল হচ্ছে না।

জবাবদিহিতা নেই বলেই গ্যাসের

ধরে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে নাই। ভোট দিতে পারে নাই। জনগণের চাওয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই পরিবেশটা তৈরি করবে দেশের জনগণ যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে ভোট দিতে পারে। তিনি আরও বলেন, সংস্কারের নামে জনগণের চোখে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা যাবে না। বিএনপির পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে আপনারা সংস্কার করলে করুন কিন্তু সংস্কারের নামে গণতন্ত্রকে মজবুত শক্তিশালী করার জন্য যে কাজগুলো রয়েছে। গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে জনগণের শক্তি, জনগণের ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য নির্বাচনের তারিখ ঠিক করতে হবে। অন্তর্বর্তীসরকারের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কে সংগঠন তৈরি করবে, কে দল তৈরি করবে সেই দায়িত্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তির। এই দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টার নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা আপনাকে (প্রধান উপদেষ্টা) করতে হবে। তা না হলে জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে যে শেখ হাসিনার কোনো প্রেতাত্মা আবার জন্ম নেয় কি না। একটা সংশয় দেখা দেবে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আফরোজা খান রিতা, ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইদুল আলম বাবুল, সহ-অর্থ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, এস এ জিন্নাহ কবিরসহ নেতাকর্মীরা।

কারাগার থেকে ফেসবুক চালানো

কযধহ-নামের আইডিটি পরিচালনা করছে কি না, সে বিষয়ে অবগত নয় কারা অধিদপ্তর। তবে বিষয়টি অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফারুক খানের যে স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশর্ট ছড়িয়ে পড়েছে তাতে লেখা আছে- শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ আর চাই না। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ফেরত চাই। অনেক চেষ্টা করে অনলাইনে এসেছি। জেলের চার দেয়াল আমাদের নিজ সত্ত্বার সামনে দাঁড় করায়। ' এতে আরো লেখা, অনেক কিছু বলতে চাই, কিন্তু এখনই সব বলতে পারছি না। এতটুকুই বলব, শেখ হাসিনাকে নেত্রী মেনেছিলাম, কিন্তু আজকে তার হঠকারীতার জন্যই আমাদের দলের এই পরিণতি। দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং সর্বস্তরে শুদ্ধি অভিযান ব্যতীত কোনো ধরনের রাজনীতিতে ফেরা উচিত হবে না। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ আর চাই না। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ফেরত চাই....। ২০২৪ সালের ১৪ অক্টোবর রাতে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ফারুক খানকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কর্মকর্তার

ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরীর সেইফ ডিপোজিট তল্লাশি করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে তার জমা করা তিনটি সিলগালা কৌটা খুলে ৫৫ হাজার ইউরো, ১ লাখ ৬৯ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার, ১০০৫ দশমিক ৪ গ্রাম স্বর্ণ ও ৭০ লাখ টাকার এফডিআর পাওয়া গেছে। তল্লাশিকালে রেজিস্ট্রার পরীক্ষা করে দেখা যায়, সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কিছু কর্মকর্তাও সিলগালা করে সেইফ ডিপোজিট রেখেছেন। এসব সিলগালা কৌটাতেও অপ্রদর্শিত সম্পদ থাকার অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগে দুদকের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে বলে মনে করছে দুদক। চিঠিতে আরও বলা হয়, গত ৩০ জানুয়ারি বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের 'দুদক ও সম্পদ পুনরুদ্ধার বিষয়ক' আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত সম্পদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা ওই ভল্টে রক্ষিত সম্পদ সাময়িক ফ্রিজের সম্মতি দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের আদলে স্বাস্থ্যসেবা

ক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও বিবিধ সহায়তা প্রদান সমান গুরুত্ব দেয়া হবে। বিগত আওয়ামী শাসনকালে স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক দুর্নীতি, অনিয়ম তুলে ধরে বিএনপির সাবেক এই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, পদোন্নতি, বদলি, প্রশাসনিক দুর্বিত্তায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধনের সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে দলীয়করণের আবরণে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। অবিচার ও অন্যায়ের প্রাবল্যে স্বাস্থ্য খাতের জনবলের পেশাগত দক্ষতার চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন সুষ্ঠু তদন্ত ও পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্নীতির নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান সহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তাবনা তুলে ধরেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাবনা যা ১-৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে আছে-

১। প্রতিরোধের মাধ্যমে সুরক্ষিত স্বাস্থ্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়ে ইউনিয়ন সাব-সেন্টার উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সংখ্যক 'গ্রামীণ স্বাস্থ্য সহকারী' নিয়োগ।

২। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে- সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং কার্যকরী প্রাথমিক রেফারেল সেন্টার হিসেবে রূপান্তর, প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সেবা নিশ্চিত করা, পুষ্টিবিদ ও পরিকল্পিত পরিবার ও জনসংখ্যার ব্যবস্থাপনা।

৩। জিপি (জেনারেল ফিজিশিয়ান) অধীনে প্রত্যেক নাগরিককে একজন সরকারী রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের অধীনে রাষ্ট্রীয় খরচে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৪। বিদ্যমান দ্বিতীয় (জেলা ও সদর হাসপাতাল) এবং তৃতীয় স্তরের বিষেশায়িত স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ ও সঠিক রেফারেল সিস্টেম বাস্তবায়ন। কিডনি, ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ চিকিৎসাসহ ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন, জরুরী সেবা, দুর্ঘটনা পরবর্তী সেবা, দ্রুত রোগী স্থানান্তর ব্যবস্থাপনা।

৫। স্বাস্থ্যসেবায় ন্যায় বিচার, রোগী ও সেবা প্রদানকারীর জন্য সমতাভিত্তিক আইন প্রণয়ন।

৬। সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে চিকিৎসক ও রোগী সম্পর্ক উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও মিডিয়ার যথাযথ এবং ইতিবাচক ব্যবহার। মধ্যমেয়াদি প্রস্তাবনা যা ১-৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা জানিয়েছি দলটি। সেখানে স্বাস্থ্য কার্ড প্রবর্তন ও স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা প্রবর্তনের কথা জানানো হয়।

আর দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবনা যা ১-১০ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা জানান বিএনপির এই সিনিয়র নেতা। তিনি বলেন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতা সক্ষম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষনা এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে ও স্বাস্থ্য পর্যটন উপযোগী একটি আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যপরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এসময় স্বাস্থ্য সেবায় মান সম্পন্ন মেডিকেল শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও দেশের জন্য উপযোগী চিকিৎসা গবেষণা, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা, ডায়াগনষ্টিক রিপোর্টের বিশ্বাস যোগ্যতা, ঔষধের মূল্য, ইউনানী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিসহ ঐতিহাগত সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় গুরুত্ব দেয়ার কথা জানান তিনি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. ফরহাদ আলী, বিএনপি মিডিয়া সেলের সমন্বয়ক মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল।

মার্কিন পণ্যে পাল্টা শুল্ক

ওপরে নতুন শুল্ক কার্যকর করে মার্কিন প্রশাসন। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো ও মার্কিন শিল্প রক্ষা করাই এই শুল্ক আরোপের প্রধান উদ্দেশ্য। এদিকে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসা পরপরই যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক এরই মধ্যে বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় নতুন শুল্ক আরোপ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ আরও তীব্র করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পরপরই কানাডা, মেক্সিকো ও চীনের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শেষমেশ কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর শুল্ক বসানো স্থগিত রাখলেও চীনকে ছাড় দেননি তিনি। তাছাড়া, ট্রাম্প খুব শিগগির ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ওপর শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। চীন-যুক্তরাষ্ট্রের এই বাণিজ্যিক যুদ্ধ দুই দেশের অর্থনীতি তো বটেই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সারা বিশ্ব।

পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থান বেড়েছে

কোটি ২৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

টিউলিপের দুর্নীতি তদন্তে সাহায্য

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্মকর্তারা আশা করছেন, এই তদন্ত বাংলাদেশে তদন্ত এগিয়ে নেওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

সূত্রমতে, সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোর ফলে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে তদন্তকারীরা হাম্পস্টেড ও হাইগেটের এমপির বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য মামলার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন। বৈঠকে এনসিএ কর্মকর্তারা বিশেষভাবে রাশিয়ার অর্থায়নে নির্মিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে টিউলিপ সিদ্দিকের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন বলে জানা গেছে। এই বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রায় ৪.৮৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

এনসিএ মূলত আন্তর্জাতিক ঘুষ ও দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর একটি। এটি যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক দুর্নীতির কারণে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে পারে এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির মামলাও পরিচালনা করতে পারে। এই তদন্তের পরবর্তী ধাপ কী হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম যে আরও সুসংগঠিত হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

গরমে লোডশেডিংয়ের শঙ্কা

লেগেছে। দেশে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৭ হাজার মেগাওয়াট। অথচ ১৬ হাজার মেগাওয়াটের চাহিদা মেটাতে হিমশিম অবস্থা বিদ্যুৎ বিভাগের।

জানুয়ারিতে সড়কে

চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, ট্রাফিক আইন না মানা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ বেশি কিছু বিষয় উল্লেখ করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। প্রতিবেদনটি নয়টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

শাহজালালে ২ হাজার কার্টন

সিঙ্গাপুর থেকে আসা বিভিন্ন ফ্লাইটের প্রায় ১০০ যাত্রীর কাছ থেকে এসব নিষিদ্ধ মালামাল জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের শুল্ক প্রায় ১ কোটি টাকা।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা

করবার সুযোগ পায়, তাদের পদত্যাগ বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু সরকার বলছে আমরা নিষিদ্ধ করবো না। নিষিদ্ধ যদি না করেন তাহলে তারা নির্বাচন করবে না কেন।

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি আরও বলেন, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন প্রস্তাবটি খুবই সুন্দর। আমার জন্য বেশি সুন্দর, কিন্তু সমগ্র জাতির জন্য নয়। এতে করে আওয়ামী লীগের যদি ৪০টা এমপি আসে। তারপর আমি এমপি থাকতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। তারা বলবে জনগণের রায় আমাদের পক্ষে, তুমি কে? কয়টা ভোট পেয়েছ তুমি? তোমার কয়টা এমপি আছে? সম্প্রতি আওয়ামী লীগের কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বলেন, গত পরশুদিন এবং গতকালকেও আওয়ামী লীগের লোকজন লিফলেট বিতরণ করেছে। কিভাবে করতে পারল তারা? আমাদের পুলিশ কি করেছে? তারপর দেখলাম আমাদের প্রশাসনের কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলন করে বলছেন এরপর কেউ করলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে। তারা তো ঘোষণা দিয়েছে ১৫ দিন আগে , ১৫ দিন ধরে আপনারা কি করলেন? আমাদের অন্তর্বর্তীসরকার এই প্রশাসন এখনো তৈরি করতে পারেনি। আমরা সফলতা কামনা করছি, কিন্তু তারা সফল হতে পারছে না। তারা যদি সফল হতে পারতো, তাহলে এই ঘটনা ঘটতো না। নির্বাচনের বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানের উদ্দেশ্যে মান্না বলেন, আপনি নিশ্চয়ই নৃশংসভাবে আমাদের দেশের শিশু-কিশোর, শ্রমজীবী মানুষদের যে নির্বিচারে গুলি করে মারা হয়েছে সেটার বিচার চান। আমিও এর বিচার চাই। কিন্তু আপনি বললেন বিচার করার আগে ভোট হবে না। বিচার করতে কতদিন লাগবে? আপনি আদালতকে বলতে পারবেন বিচার শেষ করতে হবে। তাহলে তো আদালতে হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আদালত যদি মনে করে বিচার করতে আরো সময় লাগবে এবং বিচার করতে যদি পাঁচ বছর লাগে, তাহলে কি পাঁচ বছর পরে নির্বাচন করবেন? সম্ভব? দ্রব্যমূল্য দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে, এতদিনেও সরকার কি কিছু করতে পেরেছে? বাস্তবতা মেনে নিতে হবে, শুধু আবেগ দিয়ে চললে আমাদের সমস্যা সমাধান হবে না। জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন গণমুক্তি জোটের সভাপতি ড. শাহরিয়ার ইফতেখার ফুয়াদ, লে. জেনারেল (অব:) আমিনুল করিমসহ প্রমুখ।

বাড়বে রাতের তাপমাত্রা

তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় রাত ও দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

ভুয়া পাঠাগার খুঁজে বের করে

গোছালো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এটা এখন নেওয়া সময় এসেছে। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি, ই-বুকের কাজ চলছে। আমি মনে করি, এই কার্যক্রমটা আরও গোছালোভাবে করা উচিত। এজন্য লক্ষ্য ঠিক করা উচিত। যত দ্রুত আমরা এটাকে একটি সন্তোষজনক অবস্থায় নিতে পারবো, তত দ্রুত আমরা পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরির সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবো। এটা করলে জ্ঞানের ভাণ্ডারটা অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাবে। ভুয়া পাঠাগারের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের সরকারি পাঠাগারের বাইরে যেসব বেসরকারি পাঠাগার রয়েছে পাড়া-মহল্লাভিত্তিক, এই পাঠাগারগুলোকে কেন্দ্র করে ব্যাপকহারে দুর্নীতি হয়েছে। আমরা তদন্ত করে এমন জায়গাও পেয়েছি, যেখানে লাইব্রেরি বলে কিছু নেই, কিন্তু সে ৭-৮ লাখ টাকা অনুদান পেয়েছে। এটা আসলে মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যরা তাদের কাছের লোকদের দিয়েছেন। এমনিতেই আমাদের (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়) বরাদ্দ খুব কম, তার ওপর ভুয়া পাঠাগারের জন্য সত্যিকারের পাঠাগারগুলো খুবই অল্প পরিমাণে অর্থ পায়। তিনি আরও বলেন, আগামী অর্থ বছরের আগে ভুয়া পাঠাগারগুলো তদন্ত করে খুঁজে বের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সার্ভে অনুযায়ী সত্যিকারের পাঠাগারের সংখ্যা ৫শ-৬শ'টি। আমরা চাই এটা আরও তদন্ত হোক। ভুয়া পাঠাগার কমে এলে সত্যিকারের পাঠাগারগুলোর বরাদ্দ বাড়বে। এ সময় তিনি ফিজিক্যাল গ্রন্থাগারের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি বলেন, ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। দিবসটি সফল হোক। সংবাদ সম্মেলনে গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মনীষ চাকমা বলেন, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপিত হবে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'সমৃদ্ধ হোক গ্রন্থাগার এই আমাদের অঙ্গীকার'। জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করা, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, মননশীল সমাজ গঠনের কেন্দ্র-বিন্দু ও জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে লাইব্রেরির ভূমিকাকে দৃঢ় করাই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ?সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার বিনির্মাণে আমাদের করণীয়' বিষয়ে এবং গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর এক বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মো. লতিফুল ইসলাম শিবলী এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আফসানা বেগম। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল আলম। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান। তিনি আরও বলেন, দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসন, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি, বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সমিতি, বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পেশাজীবী, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একযোগে দিবসটি পালন করবে। ঢাকার বাইরে সব জেলায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংগঠন নিজ নিজ কর্মসূচি অনুযায়ী দিবসটি উদযাপন করবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক নাফরিজা শ্যামা।

সাবেক মন্ত্রী খন্

সম্পাদকীয়

সুন্দরবনের হরিণ শিকার বন্ধ হোক

গরু ও খাসির মাংসের তুলনায় হরিণের মাংসের দাম কম হওয়ায় সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকায় এই বন্যপ্রাণীর মাংসের চাহিদা বাড়ছে। সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনার কয়রা, দাকোপ ও পাইকগাছা, সাতক্ষীরার শ্যামনগর এবং বাগেরহাটের মোংলা ও শরণখোলার মানুষ বেশি হরিণ শিকার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় হরিণের প্রতি কেজি মাংস ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা, জেলা শহরে প্রতি কেজি হরিণের মাংসের দাম ১,০০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা দাম নেওয়া হয়। সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে অনেক আগে থেকেই চোরা শিকারি ও পাচারকারী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ আবার বংশ পরম্পরা সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী শিকার করে চলেছেন। এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য বাঘ ও চিত্রা হরিণ। শিকারি চক্র চোরাপথে সুন্দরবনে প্রবেশ করে বাঘ-হরিণ হত্যা করছে। তারা বনের মধ্যে হরিণ জবাই করে মাংস বানিয়ে লোকালয়ে এনে কেজি দরে বিক্রি করে। আর বাঘ ও হরিণের চামড়া লবণ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিক্রি চলে। সাম্প্রতিক সময়ে সুন্দরবনে শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্য উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন ছয় হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ চার হাজার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার এবং জলভাগের পরিমাণ এক হাজার ৮৭৩ বর্গকিলোমিটার। জীববৈচিত্রে ভরপুর বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন। সর্বশেষ জরিপ অনুসারে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘ রয়েছে। আর হরিণের সংখ্যা দেড় লাখ। স্থানীয় সূত্র বলছে, সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে সহজলভ্য হওয়ায় মানুষের কাছে হরিণের মাংস বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। যেখানে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ এবং খাসির মাংস ৮০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়, সেখানে হরিণের মাংস ৫০০ টাকা কেজি দরে পাওয়া যায় বলে প্রচার আছে। ক্রেতারাও অনেক সময় প্রতারণা ভেবে হরিণ নিজ চোখে না দেখে মাংস কিনতে চান না। তাই চোরাশিকারিরা জীবন্ত হরিণ লোকালয়ে এনে জবাই করেন। অবৈধ জেনেও হরিণের মাংস কেনে মানুষ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হরিণের মাংস দিয়ে উৎসব পালন করেন। কেউ কেউ স্বজনদের হরিণের মাংস উপহার দেন। আবার বড় ধরনের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কর্তা ব্যক্তিদের খুশি করতে গোপনে হরিণের মাংস সরবরাহ করা হয়। হরিণের চামড়া-শিং সৌখিন ব্যক্তিরা সংগ্রহ করে ড্রইংরুম সাজান। সুন্দরবন এবং এর প্রাণীদের রক্ষা করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। যেকোনো মূল্যে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই সকলের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সেইসাথে বনবিভাগ ও প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে।

> সর্বশেষ জরিপ অনুসারে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘ রয়েছে। আর হরিণের সংখ্যা দেড় লাখ। স্থানীয় সূত্র বলছে, সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে সহজলভ্য হওয়ায় মানুষের কাছে হরিণের মাংস বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। যেখানে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ এবং খাসির মাংস ৮০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়, সেখানে হরিণের মাংস ৫০০ টাকা কেজি দরে পাওয়া যায় বলে প্রচার আছে। ক্রেতারাও অনেক সময় প্রতারণা ভেবে হরিণ নিজ চোখে না দেখে মাংস কিনতে চান না। তাই চোরাশিকারিরা জীবন্ত হরিণ লোকালয়ে এনে জবাই করেন। অবৈধ জেনেও হরিণের মাংস কেনে মানুষ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হরিণের মাংস দিয়ে উৎসব পালন করেন

শিল্পায়ন ও জ্বালানি সংকট: বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কোন পথে?

একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে শিল্পোৎপাদন যে কোনো দেশের উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি। বাংলাদেশ, যে একসময় ছিল দরিদ্রতার এক প্রতিচ্ছবি, মঙ্গা আর দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত, এখন শিল্পায়নের কারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। যমুনার ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণের পর মঙ্গা বা সাংবার্ষিক দুর্ভিক্ষ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। তবে এই সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি ছিল সাশ্রয়ী দামে কলকারখানায় গ্যাস সরবরাহ। গ্যাস বাংলাদেশে শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধন শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দেশীয় মজুত গ্যাস ব্যবহার করেই বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। তবে বর্তমানে মজুত গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমান মজুত মাত্র ১০ থেকে ১১ বছর চলতে পারে। এই সংকট মোকাবিলায় সাগরে গ্যাস উত্তোলন এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। অতীতে বিদেশি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানির জন্য কৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু দেশের রাজনীতিকরা সে ফাঁদে পা দেননি। তারা দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্যাসের সম্পদ রপ্তানি থেকে বিরত থেকেছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। মজুত গ্যাস ফুরিয়ে গেলে বাংলাদেশ বিদেশনির্ভর হয়ে পড়বে, যা শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে। সাগরে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করে। দেশের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখনই সময়। পাশাপাশি গার্হস্থ্য কাজে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের অপচয় বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এর বদলে এলপিজি বা বিকল্প জ্বালানি উৎস ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করা উচিত। এ ধরনের পদক্ষেপ না নিলে শিল্প খাতে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ যে শিল্পায়নের অগ্রযাত্রায় অনেকটা এগিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই অগ্রযাত্রাকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য। সাগরের গ্যাস অনুসন্ধান, বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ–এই তিনটি ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা থমকে যেতে পারে। বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে ইন্ধন শক্তির ওপর নির্ভরশীল, তা বিবেচনায় রেখে এখন সময় দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেওয়ার। গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সঠিক কৌশল গ্রহণই হতে পারে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ধারাবাহিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি।

বায়ুদূষণে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে, উদ্যোগ নিন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে 'পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অনিষ্টকর পদার্থের সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের ক্ষতি করে সেই অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলে।' প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বায়ু বা বাতাস। অন্যান্য যে কোনো দূষণের চেয়ে বায়ুদূষণের পরিধি এবং ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। কারণ বাতাস স্বল্প সময়ে দূষিত পদার্থকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে। বায়ুদূষণ স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় পরিবেশগত ঝুঁকিগুলোর একটি। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের (সিআরইএ) এক গবেষণায় জানা গেছে, বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় এক লাখ দুই হাজার ৪৫৬ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বায়ুদূষণের কারণে পিএম ২.৫ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, লোয়ার রেসপিরেটরি ইনফেকশন ও লাং ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে ছোট শিশুরা। প্রতি বছর পিএম ২.৫ সংশ্লিষ্ট লোয়ার রেসপিরেটরি ইনফেকশনে পাঁচ হাজার ২৫৮ শিশুর মৃত্যু হয়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুদূষণের প্রভাব শুধু মারাত্মকই নয়, সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবও রয়েছে। পরিবেশগত কারণে ও গৃহস্থালি সংক্রান্ত কারণে সৃষ্ট বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাব প্রতি বছর ৬৭ মিলিয়ন অকাল মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। বায়ুদূষণ মানব শরীরের সব প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, কিডনি ইত্যাদিকে আক্রান্ত করে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে যা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। বায়ুদূষণ অসংক্রামক রোগগুলোর অন্যতম কারণ। শ্বাসনালি সংক্রমণের অন্যতম কারণ গৃহস্থালি সংক্রান্ত বায়ুদূষণ যা পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের নিউমোনিয়ায় মৃত্যু প্রায় ৪৪ শতাংশ। প্রসবপূর্ব বায়ুদূষণের কারণে প্রায়ই নবজাতকের নানা রোগ দেখা দেয় যার মধ্যে অকাল জন্ম, কম জন্মের ওজন এবং বিকাশগ্রস্ত ফুসফুসের ত্রুটি উল্লেখযোগ্য। বায়ুদূষণ ফুসফুসের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে যা শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের অ্যালার্জিজনিত শ্বাসযন্ত্রের রোগের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি।

হামাস-ইসরাইলের অস্ত্র বিরতি

এম এ হোসাইন

হামাস এবং ইসরাইলের মধ্যে অস্ত্র বিরতি চুক্তি ঘোষণার ফলে দীর্ঘকালীন এবং বিধ্বংসী একটি সংঘর্ষ গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌছেছে। এই চুক্তিটি দীর্ঘ ১৫ মাসব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; যা অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংস করেছে এবং পুরো অঞ্চলকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। বিশ্বের সামনে যখন এই মুহূর্তটি উদ্ভাসিত হয়েছে তখন যুদ্ধের পরিণতি, পুনর্গঠনে চ্যালেঞ্জ এবং শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই অস্ত্র বিরতি চুক্তিটি তার স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো নিয়ে বিশ্বমঞ্চে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যে, মার্কিন রাজনীতিতে এবং গাজা ও ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে অস্ত্র বিরতি চুক্তিটি একটি জটিল পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়েছে যার উদ্দেশ্য হলো দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতা বন্ধ করা এবং গাজায় মানবিক সংকট মোকাবেলা করা। চুক্তিতে ৪২ দিনের লড়াই বন্ধ থাকার, ৩৩ জন বন্দির মুক্তি এবং গাজায় মানবিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এটি দুই পক্ষের জন্য সাময়িক স্বস্তি নিয়ে এলেও এটি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ দীর্ঘমেয়াদি শান্তি বা যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য কোনো গ্যারান্টি নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের অধীনে এবং সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে এটি কার্যকর হওয়ার জন্য চুক্তিটি আন্তর্জাতিক পরিম-লে বেশ আলোচিত হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক চাপ এবং অঞ্চলের পরিবর্তনশীল গতিপথকে প্রতিফলিত করে। বাইডেন এবং ট্রাম্প উভয়ই চুক্তির জন্য কৃতিত্ব দাবি করছেন, বাইডেন কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর জোর দিচ্ছেন এবং ট্রাম্প শক্ত অবস্থান গ্রহণের কথা উল্লেখ করছেন। তবে চুক্তির শর্তগুলো খুবই দুর্বল এবং যদি কোন পক্ষ চুক্তির লঙ্ঘন বা প্রতিশ্রুতির অপূর্ণতা দেখে, তাতে সহিংসতা পুনরায় শুরু হতে পারে।

অস্ত্র বিরতি চুক্তিটি একটি সাময়িক স্বস্তি প্রদান করলেও বাস্তবে কিন্তু অঞ্চলটির গভীর ক্ষত এবং অমীমাংসিত উত্তেজনা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। গাজার জন্য ধ্বংসের পরিমাণ বিরাট, হাজার হাজার প্রাণহানির সঙ্গে পুরো অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অপরদিকে ইসরাইল যদিও আগের তুলনায় নিরাপদ তবুও এটি সামরিক হতাহতের ও নিরাপত্তার দিক থেকে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধের অন্যতম ক্ষতিকর দিকটি হলো 'দ্বি-রাষ্ট্র' এর ভিত্তিতে সমাধানের সম্ভাবনাকে আরও সন্দেহজনক করে তুলেছে। অনেক আরব এবং ইউরোপীয় দেশ একটি সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য আহ্বানকে সংহত করছে এবং এই যুদ্ধটিকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে। তবে ইসরাইলে স্বাধীন ফিলিস্তিনের ধারণাটি কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে– কারণ অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, এটি ৭ অক্টোবরের হামলার মতো আরও আক্রমণের সুযোগ করে দিতে পারে। হামাস-ইসরাইল যুদ্ধটি আঞ্চলিক শক্তির গতিশীলতাকেও পুনর্গঠন করেছে। হামাসের মূল মিত্র হিজবুল্লাহ ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং ১৯৭৯ সালের পর থেকে ইরানের প্রভাব অঞ্চলটিতে সর্বনিম্ন অবস্থানে পৌছেছে। এদিকে লেবানন এবং সিরিয়া রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে অঞ্চলটিতে এক নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দেয়। তবে গাজায় মানবিক সংকট এবং পরবর্তীতে কী ঘটবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা এ পরিবর্তনগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ অস্ত্র বিরতি চুক্তিটি একটি বিরল উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে; যেখানে দুই দলেই চুক্তিটিকে সমর্থন করেছে। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান উভয়ই এর সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দাবি করছেন, যা মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিতে তাদের স্বতন্ত্র পন্থা প্রতিফলিত করে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য চুক্তিটি তার প্রশাসনের এই প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে যে, কূটনীতি এবং সামরিক সাহায্যের মাধ্যমেই শুধু অঞ্চলটিকে স্থিতিশীল করা সম্ভব। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মার্কিন ভূমিকাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, যেখানে বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধ রোধ এবং ইরানের মিত্রদের দুর্বল করা মূল লক্ষ্য ছিল। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা এই চুক্তির কৃতিত্ব ট্রাম্পের কঠোর কূটনীতিরই প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন, যা চূড়ান্ত হুমকি এবং শক্তিশালী ভাষায় চিহ্নিত। তার দল 'ট্রাম্প প্রভাবের' ওপর জোর দিয়েছে, যা চুক্তির পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির বিজয় হিসেবে তুলে ধরছে। অভ্যন্তরীণভাবে অস্ত্র বিরতি চুক্তিটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বেশ প্রভাব ফেলবে, কারণ উভয় দল নিজেদের শান্তি এবং নিরাপত্তার পক্ষে লড়াইকারী হিসেবে উপস্থাপন করছে। তবে চুক্তিটির বাস্তবায়ন এবং এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলগুলো সম্ভবত আগামী মাসগুলিতে জনমত এবং রাজনৈতিক পরিক্রমার গতিপথ নির্ধারণ করবে।

> উভয় পক্ষই তাদের স্ব স্ব অবস্থানে বেশ কঠোর এবং ব্যাপক অবিশ্বাস ও অমীমাংসিত অভিযোগে জর্জরিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ যা উভয় পক্ষের মধ্যে সংলাপের সহায়ক হবে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং সংঘর্ষের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারবে। ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একটি কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। গাজার পরিকাঠামো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং গাজাবাসীরা গৃহহীনতা, বেকারত্ব এবং মারাত্মক মানবিক সংকটের সঙ্গে মোকাবিলা করছে। পুনর্গঠন প্রচেষ্টা যদিও আন্তর্জাতিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করবে, তবে এই প্রচেষ্টা চলমান অবরোধ এবং হামাসের শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে জটিল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও এক অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। তাদের কাছে রাজনৈতিক শক্তি, পুনর্নির্মাণ প্রচেষ্টা নেতৃত্ব দেওয়ার বা স্থায়ী শান্তি আলোচনায় সহায়তার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই। ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজন অগ্রগতিকে আরও বাধাগ্রস্ত করছে, যার ফলে জনগণ একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব এবং কৌশলহীন অবস্থায় রয়েছে। এই যুদ্ধের মানসিক প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। প্রিয়জনের মৃত্যু, বাড়িঘরের ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ফিলিস্তিনি জনগণের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে শুধু বস্তুগত সহায়তাই নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সম্প্রদায় পুনর্নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রয়োজন। হামাস-ইসরাইল যুদ্ধবিরতি অঞ্চলটির ইতিহাসে এক নিষ্ঠুর অধ্যায় শেষ করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। যদিও এটি সাময়িক স্বস্তি প্রদান করবে এবং অপহৃতদের তাদের পরিবারদের সাথে পুনর্মিলনের একটি সুযোগ করে দিবে, তবে এটি সংঘাতের মূল সমস্যা গুলো নিরসনে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নয়। মধ্যপ্রাচ্য এখনও গভীর বিভাজন, পরিবর্তনশীল জোট এবং অপ্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির দৃশ্যপট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার ভূমিকার জটিলতাগুলি তুলে ধরে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ফলাফলগুলিতে প্রভাবিত করতে যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রয়োজন তা সুস্পষ্ট করে। বাইডেন প্রশাসনের প্রচেষ্টা এবং আসন্ন ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে তাদের কৌশলের ভিন্নতাকেই প্রতিফলিত করেছে। অবশেষে গাজা ও ইসরাইলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সব পক্ষের ওপর, যারা স্বল্পমেয়াদি সমাধানগুলো ছাড়িয়ে একটি ব্যাপক এবং স্থায়ী শান্তির দিকে কাজ করতে সক্ষম হবে। এর জন্য মানবিক সংকট মোকাবিলা, বিশ্বাস পুনর্নির্মাণ এবং এমন এক সংলাপের আয়োজন যা ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিদের উভয়ের অধিকার এবং আকাক্সক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে। শুধু তখনই অঞ্চলটি সহিংসতার চক্র ভেঙে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রশস্ত করতে পারবে

যদিও অস্ত্র বিরতি চুক্তি একটি আশার আলো সঞ্চার করেছে তবে এর স্থায়ী শান্তির পথ এখনও চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। হামাস যদিও দুর্বল হয়েছে, তবুও গাজায় একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব বজায় রাখে। যুদ্ধ পরবর্তী গাজার কোনো স্পষ্ট শাসন কাঠামো অনুপস্থিতির কারণে সেই ক্ষমতার শূন্যস্থান পূরণে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। ইসরাইলের জন্য অগ্রাধিকার হলো গাজাকে ভবিষ্যতের আক্রমণের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র হতে না দেওয়া। তবে এই লক্ষ্যটি পুনর্গঠন এবং মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনের সঙ্গে বিরোধী, যা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা প্রয়োজন। একটি বিস্তৃত শান্তি প্রক্রিয়ায় যার মধ্যে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানটি খুবই ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে। উভয় পক্ষই তাদের স্ব স্ব অবস্থানে বেশ কঠোর এবং ব্যাপক অবিশ্বাস ও অমীমাংসিত অভিযোগে জর্জরিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ যা উভয় পক্ষের মধ্যে সংলাপের সহায়ক হবে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং সংঘর্ষের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারবে। ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একটি কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। গাজার পরিকাঠামো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং গাজাবাসীরা গৃহহীনতা, বেকারত্ব এবং মারাত্মক মানবিক সংকটের সঙ্গে মোকাবিলা করছে। পুনর্গঠন প্রচেষ্টা যদিও আন্তর্জাতিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করবে, তবে এই প্রচেষ্টা চলমান অবরোধ এবং হামাসের শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে জটিল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও এক অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। তাদের কাছে রাজনৈতিক শক্তি, পুনর্নির্মাণ প্রচেষ্টা নেতৃত্ব দেওয়ার বা স্থায়ী শান্তি আলোচনায় সহায়তার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই। ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজন অগ্রগতিকে আরও বাধাগ্রস্ত করছে, যার ফলে জনগণ একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব এবং কৌশলহীন অবস্থায় রয়েছে। এই যুদ্ধের মানসিক প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। প্রিয়জনের মৃত্যু, বাড়িঘরের ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ফিলিস্তিনি জনগণের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে শুধু বস্তুগত সহায়তাই নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সম্প্রদায় পুনর্নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রয়োজন। হামাস-ইসরাইল যুদ্ধবিরতি অঞ্চলটির ইতিহাসে এক নিষ্ঠুর অধ্যায় শেষ করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। যদিও এটি সাময়িক স্বস্তি প্রদান করবে এবং অপহৃতদের তাদের পরিবারদের সাথে পুনর্মিলনের একটি সুযোগ করে দিবে, তবে এটি সংঘাতের মূল সমস্যা গুলো নিরসনে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নয়। মধ্যপ্রাচ্য এখনও গভীর বিভাজন, পরিবর্তনশীল জোট এবং অপ্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির দৃশ্যপট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার ভূমিকার জটিলতাগুলি তুলে ধরে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ফলাফলগুলিতে প্রভাবিত করতে যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রয়োজন তা সুস্পষ্ট করে। বাইডেন প্রশাসনের প্রচেষ্টা এবং আসন্ন ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে তাদের কৌশলের ভিন্নতাকেই প্রতিফলিত করেছে। অবশেষে গাজা ও ইসরাইলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সব পক্ষের ওপর, যারা স্বল্পমেয়াদি সমাধানগুলো ছাড়িয়ে একটি ব্যাপক এবং স্থায়ী শান্তির দিকে কাজ করতে সক্ষম হবে। এর জন্য মানবিক সংকট মোকাবিলা, বিশ্বাস পুনর্নির্মাণ এবং এমন এক সংলাপের আয়োজন যা ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিদের উভয়ের অধিকার এবং আকাক্সক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে। শুধু তখনই অঞ্চলটি সহিংসতার চক্র ভেঙে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রশস্ত করতে পারবে।

নারায়ণ বাবুর প্রস্থান ও আবুল মনসুর আহমদের দুঃখ

কাজল রশীদ শাহীন

নারায়ণ বাবু আমাদের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার্থীর জীবনে অনেক শিক্ষক আসেন। তিনি সেই-সব শিক্ষকের মধ্যে ব্যতিক্রমী একজন ছিলেন। শিক্ষকতাও যে সাধনার বিষয়, শিক্ষকই যে পারে শিক্ষার্থীর জীবন ঘষে আগুন তৈরি করতে, তার উজ্জ্বল প্রতিভূ তিনি। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগরের হিন্দু পাড়ায় ছিল নারায়ণ বাবুর বাড়ি; আমারও। তিনি শিক্ষকতা করতেন বৈরাগীর চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, প্রধান শিক্ষক হিসেবে। প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান ছিল মরিচা ইউনিয়নের একবারে শেষপ্রান্তে ফিলিপনগর ইউনিয়ন লাগোয়া। এরকম একটা জায়গায় বেড়ে ওঠার কারণে আমরা কৈশোরেই ভূগোলগত ব্যবধান, বাস্তবতা ও তার স্বরূপ কেমন হতে পারে তার বহুরৈখিক রূপ বুঝতে পারতাম। যেমন ফিলিপনগর ও মরিচা ইউনিয়নের মধ্যে ফুটবল খেলা হলে আমরা সমর্থন দেওয়া নিয়ে জটিলতায় পড়তাম। এই নিয়ে রেষারেষি, কষাকষি এবং হাতাহাতিও হয়ে যেত। আমরা স্কুলগত অবস্থানে মরিচা ইউনিয়নে, কিন্তু বাড়ি তো ফিলিপনগরে। তা হলে আমাদের সমর্থন কোন্ দিকে হতে পারে? স্কুলের বেশীরভাগ ছেলেমেয়ে যেহেতু মরিচা অর্থাৎ বৈরাগীর চরের, ওরা সবাই চাইত আমরা বা আমি যেন ওদের সঙ্গে মিলে যাই। কিন্তু আমি ঠিক সেভাবে চাইতে পারতাম না। ফিলিপনগরের প্রতিই অন্তর্গত এক টান অনুভব করতাম। যা অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমাকে অপছন্দের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈশোরের এই জটিল পরিস্থিতি আমি কীভাবে মোকাবিলা করব তা যখন কেউ বাতলে দেয়নি, তখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের শিক্ষক নারায়ণ বাবু। তিনি বলেছিলেন, যে দল ভালো খেলবে তার পক্ষ নেবে তুমি। তোমার কাজ খেলা উপভোগ এবং ভবিষ্যতে যদি খেলোয়াড় হতে চাও, তা হলে ভালো খেলোয়াড়ের কৌশলগুলো রপ্ত করা - মনোযোগটা থাকতে হবে এখানে।

তার কথাটা কি আমি সেদিন মেনে ও মনে দু'জায়গাতেই নিয়েছিলাম? এখন আর মনে পড়ে না।। পাল্টা এই প্রশ্নও করেছিলাম, ফিলিপনগরের প্রতি আমার কেন প্রেম-ভালোবাসা থা

ইউক্রেনের হামলায় দখলকৃত রাশিয়ান গ্রামে নিহত ২২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনীয় সেনারা দখলকৃত একটি রাশিয়ান গ্রামে হামলা চালিয়ে ২২ জনকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে আটজন নারী রয়েছেন, যাদের হত্যা করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে রাশিয়া। গতকাল শুক্রবার মস্কো এ অভিযোগ করে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের বাহিনী গত আগস্টে আকস্মিক হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রাম দখলে নেয়। বর্তমানে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে প্রায় দুই হাজার বেসামরিক নাগরিক বসবাস করছেন। তবে সম্প্রতি রাশিয়া বেশ কয়েকটি এলাকা পুনরুদ্ধার করেছে। রাশিয়ার তদন্ত কমিটি জানায়, ১৯ জানুয়ারি তারা রুস্কয়ে পোরেচনোয়ে নামে একটি গ্রামে "কমপক্ষে সাত বেসামরিক নাগরিক হত্যার" তদন্ত শুরু করেছিল। তবে গতকাল শুক্রবার তারা জানায়, এই গ্রামে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে ২২ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি আরও জানায়, নিহতদের মধ্যে আটজন নারী রয়েছেন, যাদের হত্যা করার আগে ধর্ষণ করা হয়। নিহতদের মরদেহ কয়েকটি বাড়ির বেসমেন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে বার্তা সংস্থা এএফপি স্বাধীনভাবে এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। ইউক্রেনের পক্ষ থেকেও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। রাশিয়ার তদন্তকারীরা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পাঁচজন ইউক্রেনীয় সেনাকে দায়ী করেছেন। তাদের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, ইভজেনি ফাব্রিসেনকো, কুরস্ক অঞ্চলের লড়াইয়ে ধরা পড়েছে।

জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে দুই ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে দুই ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। সম্প্রতি গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকেই অঞ্চলটিতে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যে এই মৃত্যুর খবর এলো। আল জাজিরা জানিয়েছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে পশ্চিম তীরে একটি বড় হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে মোট নিহতের সংখ্যা ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জেনিন শরণার্থী শিবিরের ভেতরে অভিযান চালায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এ সময় তাদের গুলিতে দুই ফিলিস্তিনি নিহত হন। ওয়াফা সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, নিহত দুই ব্যক্তি হলেন - ইয়াজান হাতেম আল-হাসান এবং আমির আবু হাসান। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, পৃথক ঘটনায় জেনিনের একটি ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিন মধ্যবয়সী ফিলিস্তিনি নারী আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার একই এলাকায় দুই ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়। গত বুধবার রামাল্লায় ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় আরও ১০জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অপরদিকে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেথলেহেমের দক্ষিণে আল-খাদের শহরে ইসরায়েলি গুলিতে দুই ফিলিস্তিনি শিশু আহত হয়। বেথলেহেমের পূর্বে আল-উবাইদিয়া শহরে অভিযানের সময় ইসরায়েলি গুলিতে ২৩ বছর বয়সী একজন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এছাড়াও ইসরায়েলি বাহিনী আল-খাদারের বাওয়াবা এলাকায় হামলা চালায় এবং কাঁদানো গ্যাস ও স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে বেশ কয়েকজন বেসামরিক লোক শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তাফা বলেছেন, পশ্চিম তীরে যা ঘটছে, তা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভিত্তি ধ্বংস করার একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা। আমরা হত্যা, আটক, পরিকাঠামো ধ্বংস এবং বাড়িঘর ধ্বংসের পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম তীরের গভর্নরেটে সামরিক অনুপ্রবেশ প্রত্যক্ষ করছি। এর অবসান ঘটাতে জরুরি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের প্রয়োজন।

পশ্চিমা দেশগুলো 'আন্তরিক' হলে পরমাণু আলোচনায় প্রস্তুত ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিমা দেশগুলো আন্তরিক মনোভাব দেখালে ইরান তাদের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। গত বৃহস্পতিবার সরকারি সংবাদমাধ্যম 'দৈনিক ইরান' এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকায়ি। এএফপির খবর। ইসমাইল বাকায়ি বলেন, 'আমরা বহুবার বলেছি, আমরা আলোচনা করতে প্রস্তুত। তবে অপরপক্ষ আন্তরিক হলেই কেবল এটি সম্ভব হবে।' ইরান সম্প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোকে একাধিকবার সংকেত দিয়েছে যে, তারা পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে একটি সমঝোতায় আসতে ইচ্ছুক। সাক্ষাৎকারে ইসমাইল বাকায়ি আশা প্রকাশ করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের প্রতি একটি 'বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রহণ করবেন। যদি নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করা হয়, তবে ইরানের পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) মেনে চলার আর কোনো অর্থ থাকবে না। গত মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরঘচি বলেন, নতুন মার্কিন প্রশাসন যদি পরমাণু আলোচনা আবারও শুরু করতে চায়, তবে তেহরানের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। এদিকে, ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর ট্রাম্প বলেন, আশা করি ইরান একটি চুক্তিতে আসবে। কঠিন কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বিষয়টির সহজে সমাধান সম্ভব বলে মনে করি। ২০১৫ সালে চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্যসহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন (জেসিপিওএ) নামের একটি চুক্তিতে পৌঁছায়। চুক্তি মোতাবেক ইরান পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করতে সম্মত হয়। শর্ত মেনে চলার বদলে সে সময় ইরানের ওপর আরোপ করা বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ২০১৮ সালে অবশ্য একতরফাভাবে ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তবে হোয়াইট হাউসে জো বাইডেন এলে পুরনো ওই চুক্তিতে ফেরার কথা বলেছিলেন তিনি। এ লক্ষ্যে শক্তিধর দেশগুলো বিভিন্ন সময় আলোচনা করলেও তা সফল হয়নি। গত ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে চুক্তির বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। গত কয়েক মাসে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ এ বিষয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করেছে।

নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়াল মিয়ানমারের জান্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের চতুর্থ বার্ষিকীর একদিন আগে জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে দেশটির জান্তা সরকার। গতকাল শুক্রবার জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণার বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালিত এমআরটিভির টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানানো হয়েছে। জান্তা প্রধান মি অং হ্লাইং বলেছেন, জাতীয় নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করতে এখনো অনেক কাজ বাকি। বিশেষ করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এখনো স্থিতিশীলতা এবং শান্তি প্রয়োজন। অং সান সু চির বেসামরিক সরকারকে সেনাবাহিনীর উৎখাতের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ চলছে। দীর্ঘ সংঘাতময় পরিস্থিতিতে জান্তা সারকার চলতি বছর একটি নির্বাচন করার পরিকল্পনা করছে। জাতিসংঘের মতে, তীব্র লড়াইয়ের কারণে মিয়ানমার থেকে আনুমানিক ৩০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দেখা দিয়েছে ব্যাপক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা।

দেশটির জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের এখন মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লড়াই, অর্থনীতি ভেঙে পড়া এবং কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ বা অংশ নিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ়?প্রতিজ্ঞ জান্তা।

৪৬% ডেনিশ যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি মনে করে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির বিপক্ষে ৭৮%: জরিপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডেনমার্কের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই এখন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দেশের জন্য গুরুতর হুমকি মনে করে। আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রিনল্যান্ড বিক্রির বিপক্ষে থাকা মানুষের সংখ্যা এর চেয়েও আরও অনেক বেশি। এমনটিই দেখা গেছে নতুন পরিচালিত এক জরিপে। ডেনমার্কে ১ হাজারের বেশি মানুষের ওপর এবছর ১৫ থেকে ২২ জানুয়ারির মধ্যে জরিপটি পরিচালনা করেছে ইউগভ। জরিপের ফল প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান। এতে দেখা গেছে, ডেনিশদের ৪৬ শতাংশই তাদের দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে হয় 'মোটামুটি একটি বড় হুমকি' নয়ত 'খুবই বড় একটি হুমকি' বলে মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বারবার গ্রিনল্যান্ড কিনতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও দ্বীপটির দখল নেওয়ার হুমকিকে কেন্দ্র করে ডেনমার্ক এবং এর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডজুড়ে কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনার পর এই জরিপ চালানো হয়। আর্কটিক দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের জনসংখ্যা ৭৫ হাজার। আগে দ্বীপটি ডেনমার্কের কলোনি হিসাবে শাসিত হত। পরে গ্রিনল্যান্ড স্বায়ত্বশাসন পেলেও এখনও সেখানকার বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতি ডেনমার্কই পরিচালনা করে। তবে দ্বীপটির বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাধীনতার

আকাঙ্ক্ষাও আছে। তার এই আকাঙ্খা যখন গতি পেতে শুরু করেছে ঠিক তখনই ট্রাম্প এই দ্বীপটি দখলের আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং হুমকি-ধামকিও দিয়েছেন। এমন প্রেক্ষাপটেই ইউগভের চালানো জরিপে দেখা গেছে, ডেনিশরা উত্তর কোরিয়া এবং ইরানের চেয়েও বড় হুমকি মনে করছে যুক্তরাষ্ট্রকে। উত্তর কোরিয়াকে হুমকি মনে করে ৪৪ শতাংশ ডেনিশ। আর ইরানকে হুমকি মনে করে ৪০ শতাংশ ডেনিশ। তবে রাশিয়ার ক্ষেত্রে এর হার সবচেয়ে বেশি। জরিপে অংশ নেওয়াদের ৮৬ শতাংশই বলেছে তারা মস্কোকে ডেনমার্কের জন্য হুমকি মনে করে। আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রিনল্যান্ড বিক্রির বিপক্ষে মত দিয়েছে ৭৮ শতাংশ ডেনিশ। অন্যদিকে, ৭২ শতাংশ ডেনিশ বলেছেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত গ্রিনল্যান্ডের। ডেনমার্কের নয়। আর্কটিকের বিশাল অঞ্চলটি কেনার কথা ট্রাম্প তার প্রেসিডেন্সির প্রথম মেয়াদেও বলেছিলেন। তার যুক্তি ছিল, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে দ্বীপটি বিক্রির জন্য নয়- একথা বারবারই বলে আসছেন ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। চলতি মাসের শুরুর দিকে ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী ফেদেরিকসেন বলেছিলেন, গ্রিনল্যান্ড কেবল এর বাসিন্দাদেরই, স্থানীয়রাই এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

মার্কিন বিমান হামলায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কর্মকর্তা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় বিমান হামলা চালিয়ে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর এক সিনিয়র কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শুক্রবার মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার একটি বিমান হামলায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সিনিয়র কর্মী মুহাম্মদ সালাহ আল-জাবির নিহত হন। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, নিহত মুহাম্মদ সালাহ 'হুরাস আল-দিন' গ্রুপের সদস্য। এই অঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে দুর্বল করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আল-শারার নির্দেশে হুরাস আল-দ্বীনের বিলুপ্তি ঘোষণার কয়েকদিন পর এ হামলা চালালো যুক্তরাষ্ট্র। সেন্টকমের কমান্ডার জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলা বলেন, সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করা ও হত্যা বা আটক করা

অব্যাহত রাখবে। যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের ওপর হামলার ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করব। ব্রিটেনভিত্তিক যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, স্থানীয় সারমাদা-ইদলিব সড়কে মার্কিন ড্রোন হামলায় মুহাম্মদ সালাহকে বহনকারী গাড়িটি বিধ্বস্ত হলে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

বিনোদন

মেকআপ রুমে রিলস বানাতে নিষেধ করলেন নিলয়

বিনোদন ডেস্ক : ছোটপর্দার জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেতা নিলয় আলমগীর। আবার বড়পর্দায়ও দেখা গেছে তাকে। দুই ফর্মে কাজ করলেও ছোটপর্দাতেই বেশি দেখা যায় তাকে। বেশ দাপটের সঙ্গে কাজ করেন এ অভিনেতা। অসাধারণ অভিনয়গুণে অনেক আগেই দর্শকমহলে জায়গা করে নিয়েছেন এই অভিনেতা। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। আর এই দীর্ঘ সময়ের ক্যারিয়ারে খুব একটা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি এ অভিনেতাকে। তার অভিনীত প্রায় সব নাটকই দর্শকমহলে প্রশংসিত, এমনকি ট্রেন্ডিংয়েও থাকছে। এ তারকা অভিনেতা সামাজিক পাতায় বেশ সরব। সেখানে মাঝে মধ্যেই ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেখা যায় তাকে। এবার একটি সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে শুটিং, মেকআপ রুমে রিলস ও ভিডিও তৈরি করতে নিষেধ করেছেন নিলয় আলমগীর। ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, 'আমার সব সম্মানিত ডিরেক্টর, ডিওপি, কো-আর্টিস্ট, মেকআপ আর্টিস্ট, ফটোগ্রাফার, লাইট গ?্যাফার, অ্যাসিস্ট?্যান্ট ডিরেক্টর, প্রোডাকশন টিম, ক?্যামেরা টিম, চ?্যানেল কর্তৃপক্ষ এবং শ?্যুটিং সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে?এখন থেকে শ?্যুটিং চলাকালীন বা শ?্যুটিংয়ের বিরতিতে সেটে বা মেকআপ রুমে কোনো বিটিএস, রিলস, শর্টস বা কোনো ধরনের ভিডিও করবেন না। ধন্যবাদ।' প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী সুপারহিরো সুপার হিরোইন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন নিলয় আলমগীর। এরপর টিভি পর্দায় অভিষেক হয় তার। পরবর্তীতে মাসুদ কায়নাত পরিচালিত 'বেইলি রোড' সিনেমার মাধ্যমে বড়পর্দায় ডেবিউ করেন তিনি। ২০১৪ সালে 'অল্প অল্প প্রেমের গল্প' সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। এরপর আর বড় পর্দায় দেখা যায়নি তাকে।

প্রথমবারের মতো পর্দা শেয়ার করবেন অপূর্ব-নিহা

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব, আর হালের ক্রেজ নাজনীন নাহার নিহা। দু'জনে এক হলেন প্রথমবার। ভ্যালেন্টাইন দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার লক্ষ্যেই তাদের এই মেলবন্ধন। এটি বাস্তবায়ন করেছেন নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন। পারিবারিক সম্পর্ক এবং প্রেমের গল্পের ওপর নির্মিত হয়েছে 'মন-দুয়ারী' নামের এই নাটকটি। গল্পে দেখা যাবে, অপূর্ব নিউ ইয়র্ক থেকে দেশে এসেছেন তার দাদীকে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরিবারের লোকজন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে মিষ্টি ও দুষ্টু মেয়ে নিহার সঙ্গে অপূর্বর পরিচয় হয়। দু'জন ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়। আর মিষ্টি মেয়ে নিহা অপূর্বর মনের সকল বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়। তাই সে মেয়েটির নাম দেয় 'মন-দুয়ারী'। নিহার সঙ্গে প্রথম কাজ প্রসঙ্গে অপূর্ব বলেন, নিহার মধ্যে প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে অনেকদূর যাওয়ার। ও শিখতে চায়, শিখে অভিনয় করতে চায়। এটাই ওর বড় গুণ। আর এগিয়ে যাওয়ার জন্য এ গুণটিই যথেষ্ট। এই নাটকে নিহা এতো ভালো করেছে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। নিহা বলেন, অপূর্ব ভাইয়ার সঙ্গে অভিনয় করার স্বপ্ন ছিল আমার। সেই স্বপ্নটি পূরণ হয়েছে। তাই আমি অনেক খুশি। অপূর্ব ভাইয়া, সৌখিন ভাইয়া মিলে আমাকে সবসময় হেল্প করেছে। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। বড় আয়োজনে অনেকদিন ধরে 'মন-দুয়ারী' নির্মিত হচ্ছে। ১৩ দিনের শুটিংয়ে ঢাকা, নবাবগঞ্জ এবং রাজশাহীতে শুটিং হয়েছে। নাটকটি নিয়ে খুবই আশাবাদী প্রযোজক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু। অপূর্ব-নিহা ছাড়াও এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, আমিনুর রহমান বাচ্চু, শফিউল আলম বাবু, মিলি মুন্সী, শারমীন সুলতানা শর্মী, রাইসা প্রমুখ। জাকারিয়া সৌখিনের নাটক মানেই বাড়তি চমক হিসেবে থাকে নতুন গান আর সেটির অসাধারণ ভিজ্যুয়াল। এবারের 'মন-দুয়ারী'তে থাকছে দুটি গান। সোমেশ্বর অলির কথায় একটি গান সুর-সংগীত করেছেন সাজিদ সরকার, গেয়েছেন মাহতিম সাকিব এবং অবন্তী সিঁথি। আর দ্বিতীয় গানটি লিখেছেন লিমন। সুর এবং কণ্ঠ নাজির মাহমুদ, সংগীত সজীব দাশ। আসছে ১৪ ফেব্রুয়ারির বিশেষ কনটেন্ট হিসেবে সিএমভি'র ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাচ্ছে 'মন-দুয়ারী'।

পিছিয়ে গেলো মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক মুক্তির তারিখ

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের কিংবদন্তি পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জীবনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা 'মাইকেল'। চলতি বছরের ১৮ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে বায়োপিকটির মুক্তি পিছিয়েছে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিকটির মুক্তি পিছিয়ে অক্টোবরে নেওয়া হয়েছে। তবে পিছিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছিল– কিছু আইনি সমস্যা রয়েছে, যে কারণে চিত্রনাট্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হচ্ছে। এমনকি নতুন করে ধারণ করতে হবে কিছু দৃশ্যও। কিন্তু এবার জানা গেল, চলচ্চিত্রটি জর্ডান চ্যান্ডলার নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে একটি আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। যিনি মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন। জর্ডানের সঙ্গে মাইকেল'স এস্টেট একটি চুক্তি করেছিল যে, পপসম্রাট সম্পর্কিত কোনো ধরনের প্রকল্পে তার প্রসঙ্গ আনা যাবে না। এ বন্দোবস্তে ২০ মিলিয়ন ডলারও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সিনেমাটির উচ্চপদস্থরা এই চুক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ফলে আইনি সমস্যায় পড়েছেন তারা। তবে বায়োপিকটি পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। চলতি বছরের মার্চেই পুনঃদৃশ্যায়ন শুরু হবে সিনেমাটির। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিকটি চলতি বছরের ৩ অক্টোবর মুক্তি দেওয়ার কথা। আর এ সিনেমায় মাইকেল জ্যাকসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার ভাগ্নে জাফর জ্যাকসন।

ওটিটিতে মুক্তি পেল পুষ্পা টু

বিনোদন ডেস্ক : বহুল প্রতীক্ষার পর এবার ওটিটিতে মুক্তি পেল সাড়া জাগানো দক্ষিণী ছবি 'পুষ্পা: দ্য রুল'। গত বুধবার রাতে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। প্রাথমিকভাবে হিন্দি, তেলুগু, তামিল ও মালয়ালি ভাষায় পুষ্পা টু দেখতে পাবেন দর্শকেরা। কিন্তু সিনেমা হল থাকার পরও কেন ওটিটিতে দর্শকেরা ছবিটি দেখবে, তার যুক্তি দিয়েছেন ছবির নির্মাতারা। তারা জানিয়েছেন, সেন্সর বোর্ডের কারণে এই ছবি থেকে ২৪ মিনিটের দৃশ্য বাদ পড়েছিল। সেই ২৪ মিনিট যোগ করে দেওয়া হয়েছে ওটিটি ভার্সনটিতে। অর্থাৎ গল্পের দৈর্ঘ্য বেড়ে হয়েছে ৩ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। জানা গেছে, নেটফ্লিক্সে এই ছবিটি দেখতে হলে সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে গ্রাহককে। এতে ঘরে বসেই 'আনকাট' ভার্সনে নতুন কিছু দেখতে পাবেন দর্শকেরা। আশানুরূপভাবেই 'পুষ্পা টু' মুক্তির পরই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিলেন আল্লু অর্জুন। বিশ্বজুড়ে ১৫০০ কোটি রুপির বেশি আয় করে আল্লু অর্জুন অভিনীত এই ছবিটি। সেই সময় শোনা যায়, শুধু বড়পর্দা নয়, অনলাইনেও মুক্তি পাবে এই সিনেমা।

আবারও পর্দায় দেখা যাবে সালমান-রাশমিকা জুটি

কিনোদন ডেস্ক : আগামী ঈদে বক্স অফিসে মুক্তি পাবে বলিউড বাদশাহ ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত সিনেমা 'সিকান্দার'। যার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন এ তারকা জুটির ভক্ত-অনুরাগীসহ সিনেমাপ্রেমীরা। এই সিনেমায় প্রথমবার একসঙ্গে দেখা যাবে সালমান-রাশমিকাকে।

বর্তমানে ছবিটির শুটিংও করছেন তারা। তারই মাঝে আবারও সুখবর। অ্যাটলির পরবর্তী সিনেমায় আবারও একসঙ্গে দেখা যাবে তাদের। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদন বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। 'পুষ্পা ২'-এ রাশমিকার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফিল্মফেয়ারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সালমান খান এবং রাশমিকা মান্দানা দু'জনেই 'সিকন্দর'-এর দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্স করতে চলেছেন। 'পুষ্প ২'-এ রাশমিকার অভিনয় সালমান এবং অ্যাটলি দু'জনকেই মুগ্ধ করেছিল। যে কারণেই প্রযোজকেরা সালমান এবং অ্যাটলির আসন্ন ছবিতেও তাকে যুক্ত করেছেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অ্যাটলি জানিয়েছিলেন, সালমান খানকে তার ছবিতে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে। যদিও নাম ঘোষণা করেননি। তবে শোনা গিয়েছিল, ছবির নাম অ৬।

রজনিকান্ত বা কমল হাসানকে নিয়ে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় ছবি বানানোরও প্ল্যান ছিল তার। অনেকের মতে, তবে কি প্ল্যান চেঞ্জ? অ্যাটলি বলেন, 'অ৬ এমন একটি সিনেমা, যা মানুষকে অন্যরকম বিনোদন দেবে। আমরা চিত্রনাট্য প্রায় শেষ করে এনেছি। প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে শিগগিরই সবটা ঘোষণা করা হবে।' প্রসঙ্গত, চলতি বছর ঈদে মুক্তি পাবে সালমান খান এবং রাশমিকা মান্দানার সিনেমা 'সিকান্দার'। ২০২৪ সালের ইদে কোনও ছবি মুক্তি না পাওয়ায় রীতিমতো অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।

অভিনেত্রীদের শোরুম উদ্বোধনে বাধা নিয়ে মুখ খুললেন চমক

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি সময়ে শোবিজাঙ্গনের কয়েকজন অভিনেত্রী বিভিন্ন শোরুম উদ্বোধন কিংবা অনুষ্ঠানে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন। বিষয়টি নিয়ে মিডিয়াপাড়াতেও চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। চট্টগ্রামে মেহজাবীন চৌধুরী ও টাঙ্গাইলে পরীমণির পর সবশেষ রাজধানীতেই তোপের মুখে পড়েন ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস। বিষয়গুলো নিয়ে এবার একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। যেখানে তিনি, জুলাই আন্দোলনে শোবিজ তারকাদের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি যারা অভিনেত্রীদের কর্মকাণ্ডে বাধাগ্রস্থ করেছেন তাদেরকে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ফেসবুকে চমক লেখেন, আমি বুজলাম না, সবকিছুই তো চলতেছে দেশে, তাহলে শুধু শিল্পী-রা কাজ করতে গেলেই তাদের প্রবলেম হচ্ছে কেনো? অভিনেত্রী লেখেন, এই যে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষদেরকে নিয়ে এতো মাথাব্যাথা, তাদেরকে বাদ দিয়ে একটা দেশের বুদ্ধিমনন, নিজস্বতা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, গঠনমূলক শৈল্পিক ইতিহাস সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও উচ্চতা এবং জাতিগতভাবে আমাদের শিকড় সংরক্ষণ এগুলো কি আদৌও সম্ভব? এরপর চমক উল্লেখ করেন, এই শিল্পীদের মধ্যেই কয়েকজন, যারা জীবনের ভয় না করে কয়েকদিন আগেই রাজপথে নেমেছিলো দেশ আর দেশের মানুষকে ভালোবেসে, তাদেরকে আমরা নিমিষেই ভুলে যাই। অথচ তাদের কণ্ঠস্বর ছিল নির্ভীক, তাদেরকে সহজেই জামাত শিবির ট্যাগ দিয়ে চুপ করানো যায়নি, তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলো তাদের লাখো-কোটি ভক্ত অনুসারী। যারা আপনাদের পাশে দাড়িয়েছে দেশকে ভালোবেসে, তাদেরকে এভাবে বাধা দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইছেন আপনারা? চমকের প্রশ্ন, আপনারা আসলে কারা? আপনাদের আসল উদ্যেশ্যে কি? এই দেশ আম

শীতের সকালে মিষ্টি রোদে সন্তানকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন বাবা। ডলুপাড়া, বান্দরবান।

কালীগঞ্জে ৭ বছরে ৬ গুন কুল চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : কালীগঞ্জ উপজেলার বেথুলী গ্রামের একটি বাগানে সারি সারি দাড়িয়ে রয়েছে কুল গাছ। গাছ গুলো আকারে অনেকটাই ছোটো আকারের। ৪ থেকে ৫ ফুট গাছের উচ্চতা হবে। আপেলের রঙে ঝুলে থাকা কুলের ভারে ছোটো গাছগুলো প্রায় নুয়ে পড়েছে মাটিতে। যে কারণে বাঁশ দিয়ে কুলের ডাল গুলোর নিচ থেকে বাশের ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। কুল বাগানটিতে ঢুকতেই চোখে পড়ে একজন ব্যক্তির পাকা কুল তোলার দৃশ্য। এ কাজে সহায়তা করছে আর ও দু,জন শ্রমিক। সবাই কুল তোলার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। পূর্বের কলা চাষ ছেড়ে মাত্র ৪ বিঘা জমিতে ৭ বছর আগে পছন্দের ফল হিসেবে শখের বসে শুরু করেন কুল চাষ। কাশ্মীরী আপেল, বল সুন্দরী,ভারত সুন্দরী জাতের কুলের চারা সংগ্রহ করে জমিতে রোপণ করেন কালীগঞ্জের বেথুলি গ্রামের গোলাম রহমান। ফলন ও দাম ভালো পাওয়ায় একে একে বাড়তে থাকে কুল চাষে জমির পরিমাণ। বর্তমানে এই চাষীর ২৫ বিঘা জমিতে রয়েছে কুলের চাষ রয়েছে। ইতিমধ্যে চলতি মৌসুমে প্রায় ২২ লাখ টাকার কুল তিনি বিক্রিও করেছেন। গাছে এখনো যে ফল রয়েছে তাতে তিনি আশা করছেন ৩০ লক্ষ টাকার কুল বিক্রি করতে পারবেন। গোলঅম রহমান বানিজ্যিক ভিত্তিতে কুল চাষে সফল এই কৃষক বদলিয়েছেন নিজের ভাগ্য।তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার সেরা কুল চাষী হয়েছে। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় বাণিজ্যিক ভাবে কুল চাষ বাড়ার সম্মুখ ভাগের সফল কুল চাষী গোলাম রহমানের সাফল্যের গল্পটা এরকমই। তিনি উপজেলার বেথুলী গ্রামের ওহাব মোল্লার ছেলে। তিনি বলেন,গত বছর প্রায় ৩৭ লাখ টাকার কুল বিক্রি করেছেন। এবছরও বাগানে ফলন ভালো হয়েছে। কেজি প্রতি ৬০-৭০ টাকা পাইকারী দামে দেশের বিভিন্ন বাজারের পাইকাররা বাগান থেকে কুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি ইতিপূর্বে অন্য চাষ করতাম। কুল চাষ করে তিনি বেশ লাভবান হয়েছেন। বিঘা প্রতি দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকার কুল বিক্রি করতে পারছেন। কৃষি অফিসের পরামর্শে কুল বাগানে আমি জৈব সার এবং জৈব বলাই নাশক ব্যবহার করেন। এ বাগানে প্রায় ২৩০০ কুল গাছ রয়েছে। দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরিতে ২০ জন শ্রমিক এ বাগানে কাজ করেন। অল্প খরচে স্বল্প সময়ে ভালো লাভ হওয়ায় ভবিষ্যতে কুল চাষ বাড়িয়ে ১০০ বিঘা পর্যন্ত করার ইচ্ছা রয়েছে গোলাম রহমানের। গত ৭ বছরে কালীগঞ্জে ৬ গুন কুলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কালীগঞ্জ কৃষি অফিস জানান, কালীগঞ্জ উপজেলায় ৫৫০ জন কুল চাষী রয়েছে। গতবছর উপজেলার ১১০ হেক্টর জমিতে কুল চাষের লক্ষ্যমাত্রার হিসাব ধরা হলেও কুল চাষ হয়েছিল ১০০ হেক্টর জমিতে। চলতি বছরে পূর্বের লক্ষ্যমাত্রা ধরে সম্ভাব্য ১৯৮০ মেট্রিক টন কুল উৎপাদন হবে বলে আশা করছে স্থানীয় কৃষি অফিস। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাগর হোসেন জানান, কুল চাষে যে সহজে লাভের মুখ দেখা যায়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উপজেলা সবচেয়ে বড় কুলচাষী গোলাম রহমান। কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে তাকে পরামর্শ দিয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করা হয়।

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে পড়ায় মানুষের যোগাযোগে ভোগান্তি

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলী সদরের মাছ বাজার ও খোট্টারচর এলাকার সাথে সংযোগ বগীরদোনা খালের উপর দীর্ঘদিন ধরে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় দাড়িয়ে থাকা ব্রিজটি ভেঙে খালে পড়েছে। ব্রিজটি ভেঙে পড়ায় দুই পাড়ের মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছে। দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল শুক্রবার এ ব্রিজটি হঠাৎ খালে ভেঙে পড়ে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। জানা যায়, উপজেলার খোট্টারচর মাছ বাজার এলাকায় বগীরদোনা খালের ওপর ২০০০ সালের দিকে এ ব্রিজটি নির্মাণ করে এলজিইডি। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে সেতুটির কয়েকটি স্থান দেবে যায়। এরপর ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজটি আর সংস্কার করা হয়নি। ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিন দুই পাড়ের কয়েক হাজার মানুষ পারাপার করতেন। হঠাৎ গতকাল শুক্রবার ভোর রাতে খালে জোয়ারের পানির তীব্র স্রোতে ধসে পড়ে এ ব্রিজটি। এতে ঐ ব্রিজের দুই পাড়ের এবং আসপাশের কয়েকটি গ্রাম ও খোট্টারচরের পর্যটন স্থানের প্রায় ১০ হাজার মানুষ যাতায়াতে ভোগান্তি। এ এলাকার মধ্যে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বাজার, ২টি এতিমখানা, ২টি মাদ্রাসা ও একটি পর্যটনস্থান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমানে ছোট্ট একটি ডিঙি নৌকায় ঝুকি নিয়ে পারাপার করছে মানুষ। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ব্রিজটি সম্পূর্ণ ধ্বসে খালের পানির মধ্যে পড়ে আছে। ব্রিজটির দুই পাড়ের স্কুল শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীরা হাটবাজারে যাওয়ার জন্য পারাপারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পারাপারের জন্য ঝুঁকি নিয়েই ডিঙি নৌকায় খাল পার হচ্ছেন। দুই পাড়ের ১০ হাজার মানুষের যাতায়াতের জন্য এই ব্রিজটিই একমাত্র মাধ্যম ছিলো। খালের ঐ পারের ব্যবসায়ী মোশারেফ, আমির হোসেন ও আল আমিনসহ একাধিক স্থানীয়রা বলেন, ব্রিজের কাছাকাছি আমাদের বসবাসের বাসা-বাড়ী। ভোর রাতের দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ পাই। কাছে গিয়ে দেখি ব্রিজটি ভেঙে খালে পড়ে আছে। এই ব্রিজটি প্রায় ১৬-১৭ বছরেরও বেশি সময় ঝুকিপূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। স্থানীয়রা সংস্কার করে দীঘ দিন ঝুকি নিয়ে চলাচল করেছে। পরে একাধিক বার নতুন ব্রিজ নির্মানের আবেদন করা হলেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি স্থানীয় প্রকৌশল বিভাগ। তাই দ্রুত নতুন একটি ব্রিজ নির্মান করা দরকার। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মে সালমা বলেন, আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বিকল্পভাবে চলাচলের জন্য আপতত একটি কাঠের ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হবে। কোন দপ্তর ব্রিজটি নির্মাণ করেছে সেটা জেনে তাদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে নতুন ব্রিজ নির্মাণের জন্য প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

মাঠে রাইস প্লান্টার দিয়ে বোরো ধানের চারা রোপণের কাজ করছেন কৃষক। রঘুনাথপুর, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

সুজানগরে পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিদর্শন করেন কৃষি সচিব

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে এয়ার ফ্লো মেশিন দিয়ে আধুনীক প্রক্রিয়ায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিদর্শন করেছেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। উপজেলার উদয়পুর গ্রামের আদর্শ কৃষক মাসুদ রানার বাড়িতে এয়ার ফ্লো মেশিন দিয়ে আধুনীক প্রক্রিয়ায় পেঁয়াজ সংরক্ষণের ওই পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। এছাড়া কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এদিন এ উপলক্ষে পোড়াডাঙ্গা হাজী এজেম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পেঁয়াজ চাষীদের নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ছাইফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দিন, সুজানগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ ও উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম। কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান তার বক্তৃতায় সরকারিভাবে সুজানগরের পেঁয়াজ চাষীদের মাঝে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আধুনীক প্রক্রিয়ায় পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় এয়ার ফ্লো মেশিন সরবরাহ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করার পাশাপাশি সুজানগরের সার্বিক কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাজিতপুরে জায়গা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার হিলচিয়া ইউনিয়নের নোয়াকান্দি গ্রামে লোকমান মিয়া গং ও মান্নান মিয়া গং দের মাঝে বাড়ির জায়গা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মহিলাসহ গুরুতর আহত হয়েছেন ৫ জন। আহতের মধ্যে ২ জন কে বাজিতপুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত হলে জিল্লু মিয়া (৪০) নাছিমা আক্তার (৩৫) লোকমান মিয়া (৪৫), পারভেজ মিয়া (৫৬) ও পারভিন আক্তার (৪৫)। এই ঘটনাটি ঘটে এলাকাবাসী ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লোকমান মিয়া ও মান্নান মিয়া গং দের মাঝে গত কয়েক বছর ধরে বাড়ির জায়গা নিয়ে ঝামেলা হয়ে আসছে। মান্নান মিয়া দাবি করেন, লোকমান মিয়ার লোক জন তার বাড়ি ঘর কুপায় এবং তার বসত ঘরের সুকেজ ভেঙ্গে ফেলেছে। লোকমান মিয়ার দাবি করেন, মান্নান মিয়ার লোকজন নাছিমা আক্তার ও জিল্লু মিয়া কে লোহার রড দিয়ে আঘাত করেছে বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার সকালে উভয় পক্ষই বাজিতপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বাজিতপুর থানার ওসি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. আবু আবদুল্লাহ খান বলেছেন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্যতম মাধ্যম খেলাধুলা। একটা শিশুকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা অতি জরুরী। কারন শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। গৌরনদী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী পিঙ্গলাকাঠী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪৯তম বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরও বলেছেন, খেলাধুলা করতে হলে ভাল পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার।

গণপিটুনিতে গরু চোর নিহত, গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা

বরিশাল প্রতিবেদক : রাতের আধাঁরে গরু চুরি করতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে আটকের পর গণধোলাইয়ের শিকার হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গরু চোর শেখ সোহেল ওরফে সুহেলের (৩২) মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী জহুরা খাতুন বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩/৪শ' গ্রামবাসীকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনাটি জেলার গৌরনদী উপজেলার পশ্চিম খাঞ্জাপুর গ্রামের। গতকাল শুক্রবার সকালে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়া বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সোহেল রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দক্ষিণ দৌলদিয়া গ্রামের আলাউদ্দিন শেখের ছেলে। ওসি আরও জানান, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মৃত সোহেলের ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সূত্রমতে, সংঘবদ্ধ একদল গরু চোর গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে পশ্চিম খাঞ্জাপুর গ্রামের জসিম চৌকিদারের গোয়াল ঘরের তালা ভেঙ্গে তিনটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। এসময় গরুর মালিক চুরির বিষয়টি টের পেয়ে ডাকচিৎকার শুরু করলে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে চোরদের ধাওয়া করে। একপর্যায়ে ওই গ্রামের ইউনুস আকনের পান বরজের পাশ থেকে চোর সোহেলকে একটি চোরাই গরুসহ আটক করে গণধোলাই দেয়। গুরুত্বর অবস্থায় থানা পুলিশ সোহেলকে উদ্ধার করে গত রোববার ভোরে প্রথমে গৌরনদী ও পরে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোহেল মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দপুরে অসহায়দের মধ্যে জামায়াতের শীতবস্ত্র বিতরণ

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সৈয়দপুর শাখার উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমীর হাফেজ মাওলানা আব্দুল মুনতাকিম। সৈয়দপুর শহর শাখার সহকারি সেক্রেটারি আব্দুল মোমেন সভা পরিচালনা করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাযহারুল ইসলাম, শহর সেক্রেটারি মাওলানা ওয়াজেদ আলী, রিজওয়ান হাসান,খায়রুল বাশার, আব্দুস সালাম, সাহাবাজ উদ্দিন, আসাদুল ইসলাম প্রমুখ। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, গণমানুষের কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাই জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির মূল্য লক্ষ্য। সে ধারাবাহিকতায় আমরা শীতার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি দুর্গত মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য সরকারসহ সমাজের বিত্তবান মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে রাষ্ট্রই প্রত্যেক নাগরিকের আয়-রোজগারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হবে। তিনি সেই স্বপ্নের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে জামায়াতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

হিলিতে মরহুম সিজার স্মৃতি ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে মরহুম সিজার স্মৃতি ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাজীর মোড় সিনিয়ার একাদশের আয়োজনে মানিক বেকারী মাঠে সিজার স্মৃতি ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট খেলাটি উদ্বোধন করেন হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সভাপাত ফেরদৌস রহমান। উদ্বোধনে ম্যাচ গাজীর মোড় পার্টনার একাদশ বনাম বড় ডাঙ্গাপাড়া শাপলা ক্লাব একাশের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে খেলাটি শুরু হয়। আয়োজনকারী বলেন, তরুণ প্রজন্মকে মাদক থেকে ফিরে আনতে প্রতিবছর ন্যায় এই বছরেও ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এই খেলা উৎসাহ থেকে তরুণ প্রজন্ম আগামি দিন খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এমন টায় বলেন তারা। এ সময় হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী, যুগ্ম সম্পাদক এস এম রেজা বিপুল, সংগঠনিক সম্পাদক হযরত আলী সরকার, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক, যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল হোসেন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মরহুম সিজার স্মৃতি ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করেন।

চাঁদপুর জেলা পুলিশের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইন্স মাঠে আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫-এর ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর জেলার পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব, পিপিএম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর পুনাকের সভানেত্রী নাফিয়া নাজমিন, নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান, এপিবিএন ঢাকার পুলিশ সুপার সুদীপ্ত রায়, চাঁদপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রাশেদুল হক চৌধুরী এবং চাঁদপুর পুনাকের সাবেক সহ সভানেত্রী পূজা দাশ। ফাইনাল ম্যাচে চাঁদপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতা করেন। জমজমাট এই খেলায় প্রতিযোগিরা দক্ষতা ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করেন। পরে কচুয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার রিজওয়ান সাঈদ জিকু এর সঞ্চালনায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উত্তর মেঘনায় মরা মাছ ভেসে ওঠার ঘটনায় তদন্ত টিমের পরিদর্শন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীর বিশ কিলোমিটার এলাকা অক্সিজেন সংকটের কারণে মরছে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী। মরা মাছ ভেসে ওঠার ঘটনা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে সড়জমিনে আসলেন পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত টিম। মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীর ষাটনল থেকে আমিরাবাদ পর্যন্ত পরিদর্শন করেন। গত সোমবার এ বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়া সংবাদ প্রকাশের পর ৮সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটির গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মো. সোহরাব আলী কে প্রধান করে এবং মৎস্য বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক আলমগীর কবিরসহ ৮ জনকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীর ষাটনল থেকে আমিরাবাদ পর্যন্ত পরিদর্শন করেন। এসময় তারা ষাটনল, ষাটনল বাবু বাজার, মোহনপুর ও এখলাছপুর এলাকা থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করে প্রাথমিক পরীক্ষার পর চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ঢাকায় ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যান। এ সময় তদন্ত কমিটির প্রধান পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ সোহরাব আলীর সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, পুরো এলাকাটা আমরা ঘুরে দেখলাম। মেঘনা নদীর তীরবর্তী চারটি স্পট থেকে পানির নমুনাও সংগ্রহ করেছি ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর রিপোর্ট পেতে পাঁচ দিন সময় লাগবে। তারপর আমরা মেঘনার এ অঞ্চলের মাছ মরে যাওয়ার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে পারব। গত কয়েক বছর যাবতই এ অঞ্চলে এভাবে মাছ মরে যাওয়ার কারণ কি হতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানকার নদীর পানির অক্সিজেনের প্রকৃত অবস্থা, কাছাকাছি অঞ্চলে শিল্প কারখানার বর্জ্য সহ বিভিন্ন বিষয়েই আমাদের মাথায় আছে। তবে পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছু বলতে চাচ্ছি না। এদিকে মেঘনা পাড়ের ষটনল মালোপাড়া, বাবু বাজার, ছটাকী, দশীনী, মোহনপুর, হাশিমপুর, এখলাছপুর ও জহিরাবাদ এলাকার নদীর পাড়ের বেশ কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা হলে তারা জানায়, গত ২৪/২৫ দিন ধরেই ভাটার সময় মেঘনা নদীর পাড়ে চেউয়া, পুঁটি, চিংড়ি, পাঙাশ, আইর, কাচকি, বেলেসহ বিভিন্ন জাতের মরা মাছ। মাছ ছাড়া সেলেং, ব্যাঙ, কুঁচিয়া, সাপসহ নানা জলজ প্রাণীও মরে ভেসে উঠছে। সম্প্রতি মাছ ও জলজ প্রাণী মারা যাওয়ার খবর পেয়ে নদীর পানির মান পরীক্ষা করছে মতলব উত্তর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়। ফলাফলে দেখা গেছে, মেঘনার পানিতে পিএইচ-এর পরিমাণ কমে এখন ৬ থেকে সাড়ে ৬ পিপিএম-এ দাঁড়িয়েছে। এর স্বাভাবিক পরিমাণ বা নরমাল ভ্যালু সাড়ে ৭ থেকে ৯ পিপিএম। পানিতে অ্যামোনিয়ার স্বাভাবিক পরিমাণ থাকে শূন্য দশমিক ১ পিপিএম। মেঘনার পানিতে সেটি বেড়ে এখন শূন্য দশমিক ২ পিপিএম বা ততোধিক।

পানিতে অক্সিজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ থাকে ৫ থেকে সাড়ে ৫ পিপিএম। অতিরিক্ত দূষণের ফলে মেঘনার পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১ থেকে দেড় পিপিএম-এ। এ কারণে ব্যাপক হারে মাছ মরে যাচ্ছে। মেঘনা অঞ্চলের জেলে মহাবীর বর্মণ বলেন, গত২৪/২৫দিন ধইরা নদীর পাড়ে মাছ মরার কারণে আমরা মাছ ধরতে যাইতে পারিনা। ২/৪জন জাল লইয়া নদীতে মাছ ধরতে গেলেও কোন মাছ জালে অহেনা। মেঘনাঞ্চলের জেলে প্রতিনিধি ইমাম হোসেন জানান গত ২২/২৩দিন ধরে জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে যায় না।যারা যায় মাছ পায়না। জেলে খুব কস্টে দিন কাটছে। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার বলেন, নদীর পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এবং পিএইচ ও অক্সিজেনের হার কমে যাওয়ায় ব্যাপক হারে মাছ মরছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলার কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য মিশে মেঘনার মিঠাপানিও দূষিত হয়ে উঠেছে।

মাঠে রাইস প্লান্টার দিয়ে বোরো ধানের চারা রোপণের কাজ করছেন কৃষক। রঘুনাথপুর, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

সৈয়দপুরে ঘন কুয়াশায় একই স্থানে ৬ গাড়ীর দুর্ঘটনা

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে দুই সপ্তাহ ধরে চলছে শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশা যেন গ্রাস করেছে এ অঞ্চলকে। যদিও সুর্যের দেখা মেলে তবে রোদে কোন উত্তাপ নেই। ঘন কুয়াশার কারণে দুরপাল্লার যানবাহনসহ সকল প্রকার যানবাহন গন্তব্যে চলছে ধীর গতিতে। তবুও ঘটছে দুর্ঘটনা ও প্রানহানী। সকালে ঘন কুয়াশার কারণে এমনি এক দুর্ঘটনা ঘটে শহরের অদুরে কামারপুকুর ইউনিয়নের কলাবাগান নামক স্থানে। ঢাকা রংপুর মহাসড়ক এটি। প্রথমে একটি বাস আরেকটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনা স্থলে বাস দুটি আটকা পড়ে। কিছু সময় পর দুটি ট্রাক এসে বাসের পিছনে ধাক্কা মেরে। এরপর একটি পিকআপ এসে সেও ধাক্কা মেরে আটকা পড়ে। শেষে একটি ড্রাম ট্রাক এসে সজোরে ধাক্কা মেরে। একই স্থানে এসে জড়ো হয় ৬টি গাড়ী। ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তবে গাড়ীর অনেকে আহত হলেও ঘটেনি কোন প্রান-হানি। এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে ঘন কুয়াশা ছিল। কুয়াশার কারণে তেমন একটা রাস্তা দেখা যেত না। গাড়ী চালকরা নিশ্চয়ই ছিল বেপড়োয়া। তারা যদি সাবধানে গাড়ী চালাত তাহলে একটার পর একটা গাড়ী একে অপরের উপর এভাবে পড়তো না।

শ্রীমঙ্গলে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষাণ-কৃষাণীদের সাথে সভা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষাণ-কৃষাণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমঙ্গল কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলার আশীদ্রোন ইউনিয়নের পারেরটং গ্রামে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অঞ্চল কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. কাজী মুজিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সামছুদ্দিন আহমদ, ঢাকা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের এডিএসআরএমটিপ্পির প্রকল্প পরিচালক মো. রকিব উদ্দিন, সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার আব্দুল মান্নান। মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আলাউদ্দিন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা উজ্জ্বল সূত্রধর, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মো. মাসুকুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও সভায় উপজেলার সকল উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দসহ এলাকার প্রায় দুই শতাধিক কৃষাণ-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

চৌগাছায় অপহরণ চক্রের দুই পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

চৌগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের চৌগাছায় অপহরণ চক্রের জীবন খানসহ দুই পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছেন থানা পুলিশ। ভারতে পালানোর সময় তাদেরকে আটক করা হয়। গভীর রাতে ভারত সীমান্তবর্তী গয়ড়া গ্রামের মাঠ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো বহুল আলোচিত চাঁদাবাজি ও অপহরণচক্রের মূলহুতা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামের হাশেম আলীর ছেলে জীবন খান লিপু (২৮) ও পৌরসভার কুঠিপাড়া এলাকার সমশের আলীর ছেলে সোহাগ হোসেন (২৫)। থানা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নিয়ামতপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক মিন্টু মিয়াকে চাঁদার দাবীতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে মিন্টুর স্ত্রী পুলিশকে জানালে পুলিশ মিন্টুকে উদ্ধার করে। মিন্টু বাদী হয়ে জীবন খান লিপু ও সোহাগ হোসেনসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ করে চৌগাছা থানায় মামলা দায়ের করেন। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় গোপন সংবাদ

নতুন মাইলফলক স্পর্শ করলেন রোনালদো

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল রায়েদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আল নাসর। রায়েদের ঘরের মাঠ কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্ট সিটি স্টেডিয়ামে এ রাতে সমর্থকরা একসাথে গলা ফাটাতে লাগলেন 'মেসি-মেসি' বলে। নিশ্চিতভাবেই তারা প্রতিপক্ষ শিবিরের সবচেয়ে বড় তারকা রোনালদোকে ক্ষেপানোর জন্যই এই কাজ করছিলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আওয়াজ আরও বাড়ানোর জন্য রোনালদো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন! রোনালদো তো বহু আগেই বলে দিয়েছিলেন, "আপনাদের ঘৃণা আমাকে অদম্য করে।" হলোও তাই, প্রতিপক্ষ সমর্থকদের অপমান রোনালদোকে শানিত করল। ম্যাচে আল নাসর ২-১ গোলে জয় লাভ করল আল রায়েদের বিপক্ষে। অসাধারণ একটি গোল করে এই জয়ে দারুণ অবদান রেখেছেন নাসরের সবচেয়ে বড় তারকা রোনালদো। তাতে এই পর্তুগিজ মহাতারকার রেকর্ডের মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরেকটি পালক। তবে, গোল করিয়ে নয় বরং ম্যাচটি জিতে তিনি একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা রোনালদো পর্তুগিজ ক্লাবটির হয়ে ১৩টি ম্যাচ জিতেছিলেন। এরপর দুই দফায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ২১৪টি ম্যাচে জয় লাভ করেন। তবে রোনালদো সব রেকর্ড এলোমেলো করে দেন রিয়াল মাদ্রিদে জার্সি গায়ে তুলে। লস ব্ল্যাঙ্কসদের হয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি ৩১৬টি ম্যাচে জয়ী হন। রিয়াল ছেড়ে রোনালদো ২০১৮ সালে যোগ দেন জুভেন্টাসে। 'তুরিনের বুড়িদের' হয়ে তিনি ৯১ ম্যাচে জয়লাভ করেন। বর্তমানে আল নাসরের হয়ে রোনালদো ৬৬ ম্যাচে জয় লাভ করেছেন। সব মিলিয়ে, তার ক্লাব ক্যারিয়ারে মোট ৭০০ ম্যাচের জয় একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাইলফলক, যা এখনও অন্য কোনো ফুটবলার অর্জন করতে পারেনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গেলেন মিচমার্শ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে বড় দুঃসংবাদ পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল। পিঠের চোটের কারণে স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেছেন তারকা অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। গতকাল মার্শের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) পক্ষ হতে মিচেল মার্শের ইনজুরি ইস্যুতে বলা হয়, 'ন্যাশনাল সিলেকশন প্যানেল ও অস্ট্রেলিয়া দলে মেডিক্যাল বিভাগ চোটের কারণে মিচেল মার্শকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বাদ দিয়েছে। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ায় থাকা মার্শের (শারীরিক অবস্থার) যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। সম্প্রতি তাঁর পিঠের নিচের অংশে ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় নির্বাচক প্যানেলকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। পুরোপুরি সেরে ওঠার সুযোগ করে দিতে তাঁর পুনর্বাসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।' মার্শের জায়গায় দলে কাকে নেওয়া হবে, যথাসময়ে বৈঠক শেষে সেই সিদ্ধান্ত জানাবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্যানেল।

বেশ আগে থেকেই ইনজুরিতে জর্জরিত ছিলেন মিচেল মার্শ। বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফির শেষ টেস্টে দল থেকে বাদ ও পড়েছেন তিনি। তারপরেও তাকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি মার্শের পুরোনো চোট ফিরে আসায় দল থেকে সরিয়ে দিতে হয় তাকে। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর মতে, মার্শের জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা পেতে পারেন তরুণ বিধ্বংসী ব্যাটার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক। তবে অফিসিয়ালি সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানিয়ে দেয়া হবে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২৫ ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি।

সরাসরি শেষ ষোলোর টিকেট পেলো ম্যানইউ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : শেষ ষোলোয় ওঠা প্রায় নিশ্চিতই ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। তবুও রোমানিয়ান ক্লাব স্টুয়া বুখারেস্টের (এফসিএসবি) মুখোমুখি হয়েছিলো আমোরিমের শিষ্যরা একটা শঙ্কা মাথায় নিয়েই। যদি কোনোভাব পা হড়কে যায়, তাহলে হয়তো প্লে-অফে চলে যেতে হবে। সরাসরি শেষ ষোলোয় ওঠা হবে না। তবে খুব শঙ্কার কিছু আর ঘটেনি। স্টুয়া বুখারেস্টের মাঠে গিয়ে ০-২ গোলে জয় নিয়ে ফিরে এসেছে রেড ডেভিলরা। দিয়েগো দায়ত এবং কোবি মাইনুর গোলে সেরা তিনে থেকেই ইউরোপা লিগের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে ম্যানইউ। গত বুধবার রাতের মত ১৮ ম্যাচের ম্যারাথন এইট রাত শেষ করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবল। সে সঙ্গে শেষ হয়েছে ইউরোপা লিগের লিগ পর্ব। লিভারপুলের ভাগ্য বরণ করতে করতে হয়েছে ইতালিয়ান ক্লাব ল্যাজিওকে। লিভারপুল যেমন টানা ৭ ম্যাচ জিতে শেষ ম্যাচে এসে হারলো, তেমনি আগের সাত ম্যাচে অপরাজিত থাকা ল্যাজিও শেষ ম্যাচে এসে হোঁচট খেয়েছে। ১-০ গোলে হেরে গেছে ব্রাগার কাছে। তবে এই হারেও ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেই শেষ ষোলোয় গেছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। স্টুয়া বুখারেস্টের মাঠে গিয়ে প্রথমার্ধে কোনো গোলও করতে পারেনি ম্যানইউ। দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে প্রথমে গোল করেন দিয়াগো দায়ত এবং ৮ মিনিট পর ম্যাচের দ্বিতীয় ও শেষ গোলটি করেছেন কোবি মাইনু।

এই ম্যাচ জিতে ৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে লিগ পর্ব শেষ করেছে ইউনাইটেড। সরাসরি শেষ ষোলোর টিকিট পেয়েছে আরেক ইংলিশ ক্লাব টটেনহামও। এলফসবোর্গের বিপক্ষে টটেনহাম জিতেছে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে। এই জয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহাম শেষ করেছে চার নম্বরে থেকে। ইউনাইটেড ও টটেনহামকে পেছনে ফেলে দুই নম্বরে থেকে শেষ ষোলোয় গেছে স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাও। ভিক্টোরিয়া প্লজেনকে ৩-১ গোলে হারানোর পর তাদেরও পয়েন্ট ল্যাজিওর সমান ১৯; কিন্তু গোল ব্যবধানে পিছিয়ে দুই নম্বরে থাকতে হলো দলটিকে। ইউরোপের বেশ কিছু সেরা ক্লাব সরাসরি শেষ ষোলোর টিকিট পায়নি। তাদেরকে খেলতে হবে প্লে-অফ। যেখানে রয়েছে এএস রোমা, আয়াক্স, রিয়াল সোসিয়েদাদ ও পোর্তোর মতো ক্লাব।

বড় জয়েও সরাসরি শেষ ষোলোয় যাওয়া হলো না রিয়াল মাদ্রিদের

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগের চলতি মৌসুমের শুরুটা ভালো হয়নি রিয়াল মাদ্রিদের। যার ফলে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে জয় পেলেও শেষ ষোলো নিশ্চিত করতে পারেনি বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। তাই প্লে-অফে খেলে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করতে হবে। স্টেড ডু রোডোরোতে ব্রেস্টকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। জোড়া গোল করেছেন রদ্রিগো এবং বেলিংহ্যাম করেছেন একটি গোল। এদিন দুই দলের একাধিক মিসের পর ২৭ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদকে লিড এনে দেন রদ্রিগো। বাঁ প্রান্ত থেকে বল নিয়ে ডি বক্সে ঢুকে কোণাকুনি শটে দারুণ এক গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৫৫ মিনিটে লুকাস ভাসকেজের অ্যাসিস্টে বেলিংহ্যাম গোলটি করেন। ২১ বছর ২১৪ দিন বয়সে তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে ২৫টি গোলে অবদান রাখলেন ইংলিশ তারকা। তার চেয়ে কম বয়সে এই মাইলফলকে পৌঁছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে (২০ বছর ৩০৬ দিন) ও আরলিং হল্যান্ড (২১ বছর ১৩৯ দিন)। ৭৮তম মিনিটে জোড়া গোল পূর্ণ করেন রদ্রিগো। ব্রেস্টের গোলরক্ষক এমবাপ্পের শট ফিরিয়ে দিলে ফিরতি বল পান রদ্রিগো। কালক্ষেপণ না করে প্রথম টাচেই বল জালে জড়ান তিনি। ফলে প্রথম ৫ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে হারা রিয়াল লিগপর্ব শেষ করল টানা তিন ম্যাচ জিতে। এই জয়ে টেবিলের ১১ নম্বরে থেকে লিগপর্ব শেষ করল রিয়াল। তাই শেষ ষোলোর টিকিটের জন্য তাদের খেলতে হবে প্লেঅফ। প্লেঅফে দুটি ম্যাচ। এই পর্বে রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা সেল্টিককে।

লিওর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে মুখ খুললেন স্কালোনি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আছেন লিওনেল মেসি। তবে তার পারফরম্যান্সে বয়সের ছাপ নেই। তাইতো মেসি ভক্তরা আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেখতে চান তাকে। যা নিয়ে একাধিকবার কথা বললেও নিশ্চিত করে কিছু বলেননি মেসি। এবার তার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কথা বলেছেন লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, 'প্রথম কথা হলো, সে (মেসি) এবং তার সতীর্থরা জানে এখনো যথেষ্ট সময় আছে হাতে। সে এবং বাকিরাও বিশ্বকাপে খেলতে আগ্রহী। ব্যাপারটি কোন দিকে গড়ায়, তা দেখতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের ভাবনাটা সে জানে এবং আমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান।' তবে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে দল থেকে কোনো চাপ দেওয়া হচ্ছে না মেসিকে। এই আর্জেন্টাইন গ্রেটের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করছে তার খেলা। এ প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, 'সে যেন সুখী থাকে, সেটাই আমার একমাত্র চাওয়া। সে এবং অন্য কারও ওপরই নয়। সে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী করবে, সে বিষয়ে আমরা বলার কেউ না।' এর আগে ৪৩৩ অ্যাপে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে মেসি নিজেই বলেছিলেন, 'আমি জানি না (২০২৬ বিশ্বকাপে খেলব কি না)।

অনেক প্রশ্ন হয় এ নিয়ে, বিশেষ করে আর্জেন্টিনায়। আমি এ বছর ভালোভাবে শেষ করতে চাই, এরপর পরের বছরের প্রাক্?-মৌসুম ভালোভাবে শুরু করতে চাই, প্রচুর ভ্রমণের জন্য যেটা গত বছর পারিনি। (প্রাক্?-মৌসুম ভালোভাবে শুরুর পর) আমি কেমন করছি, কেমন অনুভব করছি, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। (২০২৬ বিশ্বকাপের) আমরা যেমন কাছাকাছি রয়েছি, তেমনি সময়ও হাতে আছে অনেক এবং ফুটবলে যেকোনো কিছুই হতে পারে। প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি, এর বাইরে ভাবছি না।'

আইটি

ডিপসিক এর বিরুদ্ধে তথ্য চুরির অভিযোগ

আইটি ডেস্ক : চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান ডিপসিক সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে উন্নতমানের এআই মডেল তৈরি করেছে, যা ওপেনএআই-এর প্রধান মডেলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। তবে ওপেনএআই এবং মাইক্রোসফট-এর সন্দেহ, ডিপসিক তাদের প্রযুক্তি তৈরির জন্য ওপেনএআই-এর তথ্য ব্যবহার করেছে। একটি অনলাইন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওপেনএআই এবং মাইক্রোসফট-এর গবেষকরা ডিপসিক-এর বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছেন। ২০২৪ সালের শেষের দিকে মাইক্রোসফট-এর নিরাপত্তা গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে, ওপেনএআই-এর ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ তথ্য চীনে পাচার করা হয়েছে। এই তথ্যগুলোর সঙ্গে ডিপসিক-এর সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওপেনএআই-এর মতে, ডিপসিক তাদের এআই মডেল প্রশিক্ষণের জন্য "ডিস্টিলেশন"পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। এটি একটি সাধারণ কৌশল, যেখানে বড় ও উন্নত মডেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ছোট মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে উন্নতমানের মডেল তৈরি করতে সাহায্য করে। ওপেনএআই-এর ধারণা, ডিপসিক তাদের জিপিটি মডেলগুলোর আউটপুট ব্যবহার করে প্রতিদ্বন্দ্বী মডেল তৈরি করেছে, যা ওপেনএআই-এর পরিষেবা নীতিমালার লঙ্ঘন। যদিও ওপেনএআই সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ প্রকাশ করেনি, তবে তারা বলছে, তাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে যা ডিপসিক-এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। এই পরিস্থিতি কিছুটা বিদ্রূপাত্মকও বটে। কারণ, ওপেনএআই নিজেও তার জিপিটি মডেল তৈরির সময় সমগ্র ইন্টারনেট থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিল, যা অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কন্টেন্ট নির্মাতাদের অনুমতি ছাড়াই করা হয়েছিল। এখন যখন তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি অন্য কেউ ব্যবহার করছে, তখন তারা বিষয়টি আইনগতভাবে মোকাবিলা করতে চাইছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এআই বিষয়ক

উপদেষ্টা ডেভিড স্যাক্স বলেছেন, ডিপসিক-এর বিরুদ্ধে আইপি চুরির অভিযোগ থাকা সম্ভব। তিনি বলেন, "ডিপসিক-এর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে তারা ওপেনএআই-এর মডেল থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে এবং ওপেনএআই এই ঘটনায় মোটেও খুশি নয়।" ওপেনএআই-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা জানি, চীনের প্রতিষ্ঠান গুলো–এবং অন্যান্য প্রতিযোগীরাও–নিয়মিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ এআই কোম্পানির মডেলগুলোর ডিস্টিলেশন প্রক্রিয়া চালানোর চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, যাতে প্রতিযোগী ও বৈরী পক্ষেরা আমাদের প্রযুক্তি হাতিয়ে নিতে না পারে।" ওপেনএআই আরও জানিয়েছে যে, তারা মার্কিন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যাতে ভবিষ্যতে উন্নত এআই মডেলগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। ডিপসিক-এর বিরুদ্ধে ওপেনএআই ও মাইক্রোসফট-এর এই অভিযোগ প্রযুক্তি জগতে নতুন এক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

এবার শ্রেণিকক্ষে ক্লাস নিবে এআই!

আইটি ডেস্ক : ব্রিটেনে এই প্রথম চালু করেছে শিক্ষকবিহীন এআই শ্রেণিকক্ষ। যেখানে বাচ্চাদের এআই এর মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে। ডেভিড গেম কলেজ, একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বর্তমানে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করেছে যেখানে শিক্ষার্থীরা জিসিএসই পরীক্ষার জন্য কোর পাঠ্যসূচি এআই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিখছে। কলেজের সহ-প্রধান জন ডালটন বিশ্বাস করেন যে ভবিষ্যতে শিক্ষা ব্যবস্থায় এআই ব্যাপক পরিবর্তন আনবে এবং এটি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি সবাইকে প্রযুক্তির সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই এআই সিস্টেম শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে। এটি শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার্থীদের শেখার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার সম্প্রতি ব্রিটেনকে একটি 'এআই সুপারপাওয়ার' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। সরকার আশা করছে যে এই প্রযুক্তি শিক্ষকদের পাঠ পরিকল্পনা এবং মূল্যায়নে সহায়তা করবে। ডেভিড গেম কলেজের এই নতুন পরীক্ষামূলক শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষক নেই। বরং সেখানে 'লার্নিং কোচ' রাখা হয়েছে, যারা শিক্ষার্থীদের এআই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন জীবন দক্ষতা শেখায়। যদিও তারা প্রশিক্ষিত শিক্ষক, তারা বিষয়বস্তুর গভীর জ্ঞান রাখেন না, বরং শিক্ষার্থীদের শেখার পথ নির্দেশ করেন।

যে কাজগুলো করলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইউটিউব চ্যানেল

আইটি ডেস্ক : ইউটিউব এখন শুধু বিনোদনের নয়, আয়ের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অনেকেই ইউটিউবকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। তবে ইউটিউবে কাজ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যা অমান্য করলে চ্যানেল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কী কী কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি- **১. কপিরাইট লঙ্ঘন করা চলবে না,** বারবার কপিরাইট লঙ্ঘনকারী কন্টেন্ট আপলোড করলে কপিরাইট স্ট্রাইকের সম্মুখীন হতে পারেন। তিনটি কপিরাইট স্ট্রাইক হলেই আপনার চ্যানেল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। **২. কমিউনিটি গাইডলাইন ভঙ্গ করবেন না,** ইউটিউব এর কমিউনিটি গাইডলাইন ভঙ্গ করা কন্টেন্ট যেমন- হেট স্পিচ, হ্যারাসমেন্ট বা বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ পোস্ট করলে স্ট্রাইক খেতে হবে। বারবার এমন স্ট্রাইক পেলে চ্যানেল বন্ধ হবে। **৩. ভুল তথ্য এবং স্প্যাম কন্টেন্ট এড়িয়ে চলুন,** স্প্যামি, প্রতারণামূলক, বা ভুল তথ্য প্রচারকারী কন্টেন্ট আপলোড করলে ইউটিউব আপনার চ্যানেলকে ব্লক করতে পারে। **৪. অন্যের মতো দেখতে চ্যানেল তৈরি করবেন না,** অন্যের চ্যানেলের সাথে মিলে যায় এমন চ্যানেল তৈরি করলেও ইউটিউব সেটি বন্ধ করে দিতে পারে। **৫. শিশুরক্ষা আইন মেনে চলুন,** শিশুদের জন্য বিপজ্জনক বা অনুপযুক্ত কন্টেন্ট আপলোড করলে তাৎক্ষণিকভাবে চ্যানেল ব্লক হতে পারে। **৬. ক্ষতিকর কাজের প্রচার করবেন না,** মাদক, নিজের ক্ষতি করা, বা বিপজ্জনক কাজের প্রচার করলে চ্যানেল পুরোপুরি নিষিদ্ধ হতে পারে। **সতর্কতার বার্তা,** ইউটিউব আপনার আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলে এই নিয়মগুলো মেনে চলুন এবং সতর্ক থাকুন। নিজের চ্যানেল সুরক্ষিত রাখার জন্য নিয়মিত ইউটিউবএর আপডেটেড পলিসি চেক করুন।

ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের জন্য শক্তিশালী প্রসেসর নিয়ে আসছে এএমডি

আইটি ডেস্ক : এএমডি-এর সাম্প্রতিক ঘোষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে র‍্যাডিয়ন আরএক্স ৯০০০ সিরিজ এবং আরডিএনএ৪ আর্কিটেকচার মূলত ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা ল্যাপটপে শক্তিশালী গ্রাফিক্স প্রসেসর চাচ্ছেন, তাদের জন্য এটি হতাশাজনক খবর। ২০২৫ সালে ল্যাপটপের বাজারে এএমডি-এর গ্রাফিক্স কার্ডের উপস্থিতি খুবই সীমিত থাকবে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এএমডি রাইজেন এআই ৩০০ সিরিজের মতো নতুন প্রসেসর লাইনআপে র‍্যাডিয়ন ৮০০এম বা রাইজেন জেড-২ সিরিজের মতো ইন্টিগ্রেটেড জিপিইউ অপশন রয়েছে, তবে এগুলো শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেটেড সলিউশন হিসেবে উপলব্ধ। এএমডি এখনও ল্যাপটপের জন্য ডেডিকেটেড জিপিইউ-তে উল্লেখযোগ্য বাজার দখল করতে পারেনি। আরডিএনএ৪ ভিত্তিক গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাইজেন এইচএক্স প্রসেসরের সাথে র‍্যাডিয়ন আরএক্স ৭০০০এম সিরিজের জিপিইউ গেমিং ল্যাপটপের ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও উপলব্ধ হলেও, এগুলো খুব ব্যয়বহুল। এ ছাড়া এই জিপিইউ সিরিজ প্রায়শই এক্সটার্নাল জিপিইউ ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। র‍্যাডিয়ন আরএক্স ৭৬০এম, যা নাভি ৩৩ আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এক্সটার্নাল জিপিইউ হিসেবে ভালো করছে। কিন্তু এটি ল্যাপটপ বাজারে বড় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে গেমিং ল্যাপটপ কেনার ক্ষেত্রে এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৫০ সিরিজই প্রধান বিকল্প হিসেবে রয়ে যাবে। এএমডি-এর পণ্য ব্যবস্থাপনার পরিচালক বেন কনরাড

জানিয়েছেন যে আরডিএনএ৪ আর্কিটেকচারটি বর্তমানে ডেস্কটপের জন্য ফোকাস করা হয়েছে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ভবিষ্যতে আরডিএনএ৪ হয়তো ল্যাপটপে আসবে, তবে এটি সম্ভবত এপিইউ আকারে থাকবে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে এএমডি ভবিষ্যতে আরডিএনএ৪ আর্কিটেকচারের মাধ্যমে মোবাইল প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের চিন্তা করছে, কিন্তু বর্তমানে ল্যাপটপের জন্য ডেডিকেটেড জিপিইউ বাজারে নিয়ে আসার কোনো পরিকল্পনা নেই।

যেভাবে এক ফোনে ব্যবহার করবেন একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ

আইটি ডেস্ক : হোয়াটসঅ্যাপ নতুন আপডেট নিয়ে আসছে, যার ফলে এক ফোনে একাধিক অ্যাকাউন্ট চালানোর সুবিধা পাবেন ব্যবহাকারীরা। মূলত আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাটি চালু করতে চলেছে মেটা। অনেকেরই দুটি করে সিম কার্ড থাকে, বা কেউ কেউ বিভিন্ন কারণে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয়। এবার তাদের আর আলাদা আলাদা ডিভাইসে লগ ইন করতে হবে না। দুটি অ্যাকাউন্টই একটি ফোন বা একটি অ্যাপে ব্যবহার করা যাবে। আইওএস ২৫.২.১০.৭০ সংস্করণ আপডেট করলে ফিচারটি পাওয়া যাবে। তবে চিন্তা নেই, প্রতিটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের জন্য নিজস্ব চ্যাট ব্যাকআপ ও সেটিংস থাকবে। দুটি অ্যাকাউন্টে খুব সহজে চালু করা যাবে, যেমনটা ফেসবুক বা ইন্সটাগ্রামে করা যায়। ফিচারটির পরীক্ষা সফল হলে দ্রুত রোল আউট শুরু হবে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি লেটেস্ট ভার্সনে আপডেট করে নিন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার আইফোনও যেন লেটেস্ট ভার্সনে আপ টু ডেট থাকে।

প্রযুক্তি বিশ্বের মাথা ব্যথার নতুন কারণ ডিপসিক এআই

বিনোদন ডেস্ক : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্বে আলোচনায় এসেছে চীনা প্রতিষ্ঠান 'ডিপসিক'। কয়েকদিনেই নতুন এই এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রযুক্তিপ্রেমীদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক জায়ান্ট গুলো কাছে যা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালে চীনের হ্যাংঝো শহর থেকে যাত্রা শুরু করা 'ডিপসিক'-এর কারণে ধস নেমেছে মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারবাজারে। যার প্রধান কারণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা। প্রথম দিকে ছোট পরিসরে কাজ শুরু করলেও ২০২৪ সালে এর নতুন মডেল 'আর-ওয়ান' উন্মুক্ত করা হয়। কম সময়েই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং চীনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে এই এআই অ্যাপ। ডিপসিকের সাফল্যের পেছনে রয়েছে যেসব কারণ রয়েছে- **ফ্রি পরিষেবা:** যেখানে চ্যাটজিপিটি বা অন্যান্য এআই

অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করতে নির্দিষ্ট ফি দিতে হয়, সেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডিপসিকের পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। **সহজ ব্যবহার:** সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এর ইন্টারফেস অনেক সহজ। **উন্নত পারফরম্যান্স:** ইউজারদের মতে, এই এআই মানুষের চিন্তাভাবনার সঙ্গে আরও বেশি মিল রেখে উত্তর দিতে পারে। **দ্রুতগতির প্রযুক্তি:** প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলোর তুলনায় এটি দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। এদিকে ডিপসিকের জনপ্রিয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, চীনা সংস্থার তৈরি ডিপসিক আমাদের প্রযুক্তি বাজারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের টেক জায়ান্টদের এখন ঘুম থেকে জেগে উঠতে হবে এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে।